অক্টোবর ২০১৫, আশ্বিন-কার্তিক ১৪২২

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

নতুন পথে যাত্রা শুরু

Strategic Plan

2015-2019

KPI

Objectives

Action Plans

Core Values

Governance

Supervision

Foreign Exchange

Payment Systems

Digitization

Financial Inclusion

CSR

SME

Green Banking

Inclusive Growth

Financial Stability

Price Stability

ভালো কর্মী হতে গেলে প্রথমেই সৎ হতে হবে। নিজের কাজের প্রতি আন্তরিকতা আর সততা থাকলে কখনো কোথাও ঠকবেন না।

নজিবুল করিম মজুমদার
প্রাক্তন যুগ্মপরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার নিয়মিত পরিবেশনা স্মৃতিময় দিন। এই নিয়মিত বিভাগের মাধ্যমে ব্যাংক পরিক্রমা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রাক্তন কর্মকর্তাদের সাথে সমসাময়িক সকলের মেলবন্ধন রচনা করছে। আমাদের এবারের স্মৃতিময় দিনের অতিথি নজিবুল করিম মজুমদার। বাংলাদেশ ব্যাংকে অ্যাসিস্টেন্ট কন্ট্রোলার (অফিসার) পদে ১৯৭৭ সালে তিনি নিয়োগ পান। দীর্ঘ ও সফল চাকরিজীবন শেষে ২০০১ সালের জানুয়ারিতে যুগ্মপরিচালক হিসেবে অবসরে যান। তাঁর সাথে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, পরামর্শ এবং অতীত দিনের নানান স্মৃতি।

বাংলাদেশ ব্যাংকে যখন যোগদান করেন তখনকার অভিজ্ঞতা আমাদের বলবেন কি?

আমার কর্মজীবনের শুরুটা ছিল তৎকালীন খাদ্য অধিদপ্তরে। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরির সুযোগ পাই। প্রথমত কেন্দ্রীয় ব্যাংক, দ্বিতীয়ত সৎভাবে কাজ করার সুযোগ, সেসাথে দেশের জন্য সরাসরি কাজ করতে পারব- এ সবকিছু ভেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিই।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাকরিজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্টে কাজ করার সময় একাধিকবার অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছি, যা আজও আমাকে গর্বিত করে। এছাড়া বিভিন্ন সময় কাজের সূত্রে তৎকালীন গভর্নর ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ এবং ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের সান্নিধ্য লাভ করেছি। তাঁদের আন্তরিক ব্যবহারের স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'আসলে যেকোনো পেশাতে সবসময়ই কমবেশি চ্যালেঞ্জ থাকে'- নজিবুল করিম মজুমদার

আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানতে চাই-

আমার এক ছেলে দুই মেয়ে। সবাই স্নাতকোত্তর। তবে বড় মেয়ে বেশ কয়েক বছর আগে ব্রেইন হেমারেজে মারা যায়। এর ঠিক দুবছর পর আমার স্ত্রী মারা যান। এখন এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে কিছুটা নিঃসঙ্গ জীবনই বলতে পারেন।

অবসর সময় কিভাবে কাটান?

আমি কর্মজীবন শেষ করেছি ১৪ বছর হয়েছে। আমার দীর্ঘ অবসর কাটছে ধর্মকর্ম পালনের মধ্য দিয়ে। এছাড়া সুযোগ পেলেই বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের কাছে বেড়াতে যাই। আমি ফেনীতে থাকি। অফিসের কাজে যখন ঢাকায় আসি তখন ছেলে-মেয়েদের কাছে থাকি। কখনও আবার পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা করি, তাঁদের সাথে সময় কাটাই।

বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরিজীবনের কোনো সুন্দর স্মৃতি কি আপনার মনে পড়ে?

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসে আমি তিন বছর দায়িত্ব পালন করি। প্রধান কার্যালয়ে বদলি হয়ে আসা উপলক্ষে অফিস থেকে একইদিনে দুই দফায় ফেয়ারওয়েল পেয়েছিলাম। সেদিন বুঝেছিলাম সহকর্মীরা আমার কতটা আপন ছিল। এটা আমার জীবনের খুব সুন্দর একটি স্মৃতি।

আপনার সময়ের ব্যাংকিং পেশা বেশি চ্যালেঞ্জের নাকি বর্তমান সময়ের?

আসলে যেকোনো পেশাতে সবসময়ই কমবেশি চ্যালেঞ্জ থাকে। আমাদের সময় ব্যাংকিং সেক্টরে লোকবল কম ছিল, প্রযুক্তির ব্যবহার কম ছিল। তাই হাতেকলমে কাজের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সময়টা বেশি লাগত। বর্তমান সময়ে অফিসের প্রতিটি ডেস্কেই কম্পিউটার, প্রিন্টার, ল্যাপটপ ইত্যাদির উপস্থিতি। ফলে কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে গতি এসেছে। পেপারলেস ব্যাংকিংয়ের প্রচলন শুরু হয়েছে। ব্যাংকের প্রায় সব কাজই এখন প্রযুক্তিনির্ভর। আর তাই বাংলাদেশ ব্যাংক আজ বিশ্ব দরবারে নিজস্ব একটা পরিচয় তৈরি করতে পেরেছে। এটাতো অবশ্যই বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ফলাফল।

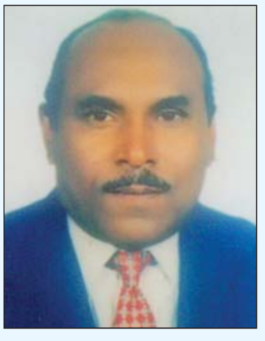

ব্যাংকের নবীন কর্মকর্তাদের কিছু পরামর্শ দিন।

ভালো কর্মী হতে গেলে প্রথমেই সৎ হতে হবে। নিজের কাজের প্রতি আন্তরিকতা আর সততা থাকলে কখনো কোথাও ঠকবেন না। হয়তো এরজন্য আপনি আর্থিকভাবে তেমন লাভবান হবেন না। কিন্তু সততার জন্য চাকরিজীবনতো বটেই, অবসর জীবনেও সবার শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন। সবাই আপনাকে মনে রাখবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  ইন্দ্রাণী হক
  আজিজা বেগম
  মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  তারিক আজিজ
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর উদ্যোগে ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে আয়োজিত 3rd Round Mutual Evaluation 2015: Preparation for Facing On-Site Visit শীর্ষক দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। অনুষ্ঠানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ড. এম আসলাম আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন

উল্লেখ্য, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ণয়ের লক্ষ্যে তৃতীয় পর্বের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে; এ প্রক্রিয়ার অন-সাইট ভিজিট আগামী ১১-২৩ অক্টোবর, ২০১৫ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ২০০৮ সালে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (APG) কর্তৃক সম্পন্ন করা হয় এবং ২০০৯ সালের এপিজির বার্ষিক সভার অনুমোদনক্রমে উক্ত প্রক্রিয়ার প্রতিবেদন (Mutual Evaluation Report-MER) প্রকাশ করা হয়।

শ্রমঘন রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনে গভর্নরের আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত Bangladesh Financial Sector : Opportunities, Regulations, Products and Services শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, ইউকে বাংলাদেশ ক্যাটালিস্ট অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং যুক্তরাজ্যে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশন যুগ্মভাবে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে। মূলত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার মোঃ আব্দুল হান্নান, বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবরার এ. আনওয়ার, ইউকে বাংলাদেশ ক্যাটালিস্ট অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্দেশ্যে গভর্নর বক্তব্য রাখছেন

গভর্নর তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ ও সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিল্পের সকল ক্ষেত্রেই প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। তিনি বিনিয়োগের বিভিন্ন ইন্স্ট্রুমেন্ট যেমন- নন-রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ওয়েজ আর্নার্স ডেভলপমেন্ট বন্ড ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে জানান, এগুলোর পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক আরো নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবেন বলে গভর্নর আশা প্রকাশ করেন।

ডাচ কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিদর্শনে গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ডাচ কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি Financial Inclusion Leading to Financial Stability in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। উক্ত উপস্থাপনায় গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে তিনি অবহিত করেন। তিনি বলেন, এ কর্মসূচিসমূহ একদিকে যেমন বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি দৃঢ় করছে তেমনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

গভর্নর বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উপর একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। মুদ্রানীতি ও বাণিজ্যনীতিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের সার্থক প্রয়োগের লক্ষ্যে গভর্নর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সকলের দ্বারা প্রশংসিত হয়। ডাচ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডাইরেক্টর এবং বোর্ড মেম্বার ফ্রাঙ্ক এলডারসন গভর্নরের বক্তব্য এবং কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশে গৃহীত উদ্যোগসমূহের অনুকরণে নেদারল্যান্ডে একই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের আশা প্রকাশ করেন।

দুগ্ধ উৎপাদনে ২শ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন চুক্তি সম্পাদন

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে গভর্নর ও অন্যান্য কর্মকর্তা

দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে ২শ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে এক অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে গভর্নর ড. আতিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। বাংলাদেশ ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং চুক্তি স্বাক্ষরকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য দুধ একটি অন্যতম উপাদান। এতে চাহিদার তুলনায় এর দেশীয় উৎপাদন মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। বাংলাদেশে বর্তমানে দুধের ঘাটতি মিটানোর জন্য সরকারকে প্রতি বছর প্রায় চার হাজার কোটি টাকার গুঁড়া দুধ আমদানি করতে হয়। এ বিশাল দুধের ঘাটতি পূরণ করতে হলে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারিদের দোরগোড়ায় কৃত্রিম প্রজনন সেবা পৌঁছানোর কোনো বিকল্প নেই। সমস্ত প্রজননক্ষম গাভীকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা এবং দেশের উদ্যোগী বেকার যুবকদের ডেইরি উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দেশকে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সম্ভব বলে মত দেন গভর্নর। কিন্তু অধিকাংশ কৃষক, প্রান্তিক খামারি, শ্রমিক, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারদের গাভী ক্রয়ের প্রাথমিক মূলধন নেই জানিয়ে গভর্নর বলেন, এক্ষেত্রে, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে মূলধন নিশ্চিত করা গেলে আগ্রহী উদ্যোক্তাগণ সহজে আকৃষ্ট হবে এবং দুধের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে। ফলে দুধ উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে এবং বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ লক্ষ্যে গাভী ক্রয়, লালন-পালন এবং কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে শংকর জাতের গাভীপালনে বিদ্যমান ঋণ সুবিধার পাশাপাশি অধিকতর ঋণ প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পাঁচ বছর পর্যন্ত নবায়ন ও আবর্তনযোগ্য (Revolving) ২শ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই স্কিমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ৫% হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করবে এবং বাংলাদেশ সরকার ৫% হারে সুদ ভর্তুকি প্রদান করবে বলে জানান গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, ইতোমধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাঁচটি বাণিজ্যিক ও দুইটি বিশেষায়িত ব্যাংক, তিনটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ও কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং একটি বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৩টি প্রতিষ্ঠানকে উক্ত স্কিম হতে তহবিল বণ্টন করা হয়েছে। এছাড়া পুনঃঅর্থায়ন স্কিমটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সঠিকভাবে এ ঋণ বিতরণ হলে দেশে দুধের চাহিদা যেমন পূরণ হবে ঠিক তেমনি এ বিষয়ের আমদানি নির্ভরতা কমে দেশ অনেক স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।

কৃষি ঋণ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক প্রভাষ চন্দ্র মল্লিকের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা, সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রদীপ কুমার দত্ত, জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুস সালাম। সভায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বেসিক ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, আইএফআইসি ব্যাংক, মিডল্যান্ড ব্যাংক, আনসার-ভিডিপি ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং আইডিএলসিসহ মোট ১৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীগণ উপস্থিত থেকে এ চুক্তি স্বাক্ষরে অংশ নেন।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব বিবরণীতে স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব বিবরণী স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর ড. আতিউর রহমান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর চৌধুরী এবং নাজনীন সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল অ্যাডভাইজার গ্লেন টাস্কি ও প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং পার্টনার প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব বিবরণীতে স্বাক্ষর করেন

গভর্নর ড. আতিউর রহমান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৪৪তম এ হিসাব বিবরণী স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আমি যখন বাংলাদেশ ব্যাংকে যাত্রা শুরু করি, তখনকার চেয়ে বর্তমানের হিসাব বিবরণী অনেক মানসম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন, ঋণ ব্যবস্থায় নজরদারি এবং ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থার তদারকি এবং রিপোর্টিং মানসম্পন্ন হওয়ায় এ খাতের অনিয়ম অনেকাংশেই কমে এসেছে। সামনের দিনগুলোতে এ হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন গভর্নর। তিনি বলেন, দেশের আর্থিক খাতকে স্থিতিশীল রাখতে প্রতিনিয়ত সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে আপনাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। গভর্নর আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সামনের দিনগুলোতে ঠিক একইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার নিজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ধরে রেখে এগিয়ে যাবে।

সবশেষে, একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাদের পরিচালনা এবং সহযোগিতায় অতিথিবর্গ বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব বিবরণীতে স্বাক্ষর করেন।

ব্যাংকার্স সভা অনুষ্ঠিত

সকল সরকারি ও তফসিলি ব্যাংকের নির্বাহী প্রধানদের নিয়ে নিয়মিত ব্যাংকার্স সভা ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর ড. আতিউর রহমান এ সভার সভাপতিত্ব করেন। সভায় ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর চৌধুরী এবং নাজনীন সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল, বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দসহ, অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োচিত পদক্ষেপ ও সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় গত অর্থবছরেও দেশের অর্থনীতি ও আর্থিক খাতের সূচকগুলো সুদৃঢ় অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন, সর্বশেষ অর্থবছরে ৬.৫১ শতাংশসহ গত ছয় অর্থবছরে গড়ে ৬.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের ওপর হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন গভর্নর। মূল্যস্ফীতি প্রসঙ্গে গভর্নর বলেন, জুন শেষে এ হার দাঁড়িয়েছে ৬.৪ শতাংশ, আগস্টে আরও কমে হয়েছে ৬.১৭ শতাংশ। একইসাথে বিদেশি মুদ্রার মজুদ বৃদ্ধি পেয়ে জুন শেষে দাঁড়িয়েছে ২৫ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে তা ২৬.২ বিলিয়ন ডলার। ডলার-টাকা বিনিময় হার দীর্ঘদিন ধরে ৭৭.৮০ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে। সর্বশেষ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজার হতে ৩৪০১ মিলিয়ন ডলার ক্রয় করেছে। মুদ্রা সরবরাহ বেড়েছে ১২.৪ শতাংশ, নিট বৈদেশিক সম্পদ বেড়েছে ২০.৭ শতাংশ। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারি খাতে প্রকৃত ঋণ ৬.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে বলে জানান গভর্নর। সুদহারের ব্যবধান বা স্প্রেড ৪.৭৯ উল্লেখ করে এ স্প্রেড আরো

সভায় সিএসআর বিষয়ক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করা হয়

ব্যাংকার্স সভায় গভর্নর বক্তব্য রাখছেন

কমিয়ে আনা এবং ব্যাংকিং খাতকে আরো সুদৃঢ় করতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ব্যাংকিং সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন অনুসরণে নির্বাহীদের আরো নজর বাড়ানোর তাগিদ দেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

এরপর ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীর সঞ্চালনায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের মতো একটি ব্যাংকার্স হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য যাচাইয়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এককালীন নিবন্ধন চার্জ প্রদান, নতুন ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন, ঋণ মঞ্জুরি, ঋণ বর্ধিতকরণসহ নবায়ন ও ঋণ হিসাব ব্যবস্থাপনায় অনুসরণীয় নিয়মাচার নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়াও গ্রামে-গঞ্জের স্কুল-কলেজগামী ছাত্রীদের সাইকেল কেনার জন্য কনজ্যুমার ফাইন্যান্সিং এবং অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের সরকার প্রদত্ত সম্মানী ভাতার বিপরীতে বাড়ি করার জন্য হাউজ ফাইন্যান্সের আওতায় স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রোডাক্ট চালু করা এবং সরকারি ও আধাসরকারি কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা থেকে কিস্তি মোতাবেক ফ্ল্যাট ক্রয়ে ঋণ প্রদান নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

সভায় জনজীবনে আর্থিক সেবার আরো প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাতের সেবা ও পণ্য জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরা, এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানো, জনগণের কাছে ব্যাংককে সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপস্থাপন, তরুণ ও যুব সমাজকে ব্যাংকমুখী করতে প্রথমবারের মতো একটি জাতীয় ব্যাংকিং উৎসব আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সিএসআর বিষয়ক প্রকাশনা Review of CSR activities of Bangladesh Bank, Commercial Banks & Financial Institutions-2014 এর মোড়ক উন্মোচন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

বিনিয়োগবান্ধব ব্যাংকিং নিয়ে সেমিনার

গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধানে চিফ ইকনোমিস্ট ইউনিটের কনফারেন্স রুমে ৬ আগস্ট ২০১৫ ‘বিনিয়োগ সাথী ব্যাংকিং মডেল এন্ড ইট্স ইমপ্লিকেশন্স ফর বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসলামিক কর্পোরেশন ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব দ্য প্রাইভেট সেক্টর, আইসিডির টার্ম ফাইন্যান্স প্রিন্সিপাল মোঃ মাবরুর মাহমুদ, সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ইকনোমিক অ্যাডভাইজার ড. মোঃ আখতারুজ্জামান এবং মডারেটর হিসেবে ছিলেন গবেষণা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল আউয়াল সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক এবং আর্থিক ও মাইক্রো-ফাইন্যান্স ইন্সটিটিউটের প্রতিনিধিগণ সেমিনারে অংশ নেন।

মোঃ মাবরুর মাহমুদ দারিদ্র্য এবং ধনী-গরিবের বৈষম্য দূরীকরণে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ক্ষুদ্র-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে বিনিয়োগ সাথী ব্যাংকিং মডেল কাজে লাগাতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনা করেন। এই মডেলকে যাকাত ভিত্তিক দারিদ্র্য দূরীকরণ মডেলের চেয়েও কার্যকর উল্লেখ করে বাংলাদেশের আর্থিক ও ঋণ ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপটে অধিকতর যুতসই বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

এরপর উপস্থাপিত বিষয়টির উপর প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন। সভাশেষে ইকোনোমিক অ্যাডভাইজার ড. মোঃ আখতারুজ্জামান বিনিয়োগ সাথী ব্যাংকিং মডেল নিয়ে নিজস্ব মতামত জানান।

গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ/তথ্য প্রদান বিষয়ক নির্দেশ

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ এবং তথ্য প্রদান প্রসঙ্গে একটি অফিস নির্দেশ জারি করেছে। হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর এই নির্দেশে বলা হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, বিশেষ করে ফেসবুকে, বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু কিছু কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক, অনভিপ্রেতভাবে, ব্যাংক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও সহকর্মীদের সম্পর্কে অশালীন ও বিরূপ মন্তব্য প্রদান করা হচ্ছে। এতে ব্যাংকের স্বাভাবিক কর্মপরিবেশ ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড অফিস নির্দেশের সুস্পষ্ট লংঘন এবং অফিসশৃঙ্খলার পরিপন্থী। তাই বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনভিপ্রেত এবং শিষ্টাচার বহির্ভূত মতামত প্রকাশসহ সহকর্মীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে তা অফিসশৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ড হিসেবে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট/সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও উক্ত অফিস নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি বিষয়ে দুটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন

গবেষণাপত্র উপস্থাপন অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং খাতের Solvency Risk এবং Systemic Risk নিরূপণের পদ্ধতি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কনফারেন্স রুমে ১২ আগস্ট ২০১৫ ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষে দুটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী। নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল, রেসিডেন্ট ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল সুপারভাইজার গ্লেন টাস্কি, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক দেবাশিস্ চক্রবর্ত্তীসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই 'Solvency risk and income diversification : a distance to default approach' শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি বিভাগের যুগ্মপরিচালক উজ্জ্বল কুমার দাশ। উপস্থাপনায় জানানো হয়, সাম্প্রতিক সময়ে, বিশেষত বৈশ্বিক আর্থিক সংকট পরবর্তীকালে ব্যাংকের স্বচ্ছলতা ঝুঁকির (Solvency Risk) আলোচনা বিশ্বব্যাপী বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এই প্রেক্ষিতে, একটি ব্যাংক অস্বচ্ছল হওয়ার পূর্বে তার আয় কত Standard deviation হ্রাস পায় সেই সংখ্যাকে উক্ত ব্যাংকের Distance to default বা স্বচ্ছলতা ঝুঁকি বা Default risk বলা হয়। এটি পরিমাপ করা হয় Return on Asset (ROA) ও Leverage ratio (Equity to Asset) এর যোগফলকে আয়ের Standard deviation দ্বারা ভাগ করে। প্রখ্যাত পোর্টফলিও ঝুঁকি বিশেষজ্ঞ A D Roy ১৯৫২ সালে প্রথম এই তত্ত্বটি প্রদান করেন যা পরবর্তীসময়ে IMF অর্থনীতিবিদ Laeven and Levine ২০০৯ সালে পুনঃপ্রবর্তন করেন। ৪৩টি ব্যাংকের (পাঁচটি বিশেষায়িত ব্যাংক ও নতুন লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারি ব্যাংকসমূহকে বাদ দিয়ে) আট বছর (২০০৭-২০১৪) এর পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যায় যে, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের income volatility (standard deviation) সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের volatility এর প্রায় সমান। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের volatility ব্যাংকিং খাতের গড়ের চেয়ে অনেক বেশি, অন্যদিকে বিদেশি ব্যাংকসমূহের volatility গড় volatility এর চেয়ে কম। একইভাবে, এই তিন ক্যাটাগরির ব্যাংকসমূহের স্বচ্ছলতা ঝুঁকির (Solvency risk) প্রবণতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের Distance to default সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের Distance to default এর প্রায় সমান। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের Distance to default ব্যাংকিং খাতের গড় এর চেয়ে অনেক বেশি, অন্যদিকে বিদেশি ব্যাংকসমূহের distance to default সামগ্রিক গড় এর চেয়ে কম। Income diversification, solvency risk হ্রাস করতে সাহায্য করে কিনা সে বিষয়ে উজ্জ্বল কুমার দাশ ২৯টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর একটি fixed effect panel data analysis উপস্থাপন করেন। উক্ত analysis এ তিনি দেখান যে, Income diversification তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্বচ্ছলতা ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। তবে, ব্যাংকের মোট সম্পদ ও শ্রেণিকৃত সম্পদ উভয়ই স্বচ্ছলতা ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে। এছাড়া, সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ থেকে আয়ের সাথে স্বচ্ছলতা ঝুঁকির Non-linear সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ, সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ থেকে আয় একটি threshold level পর্যন্ত ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে, কিন্তু অতিরিক্ত বিনিয়োগ ব্যাংকের ঋণযোগ্য তহবিল হ্রাস করে যা পরবর্তীকালে স্বচ্ছলতা ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে। গবেষণাপত্রে উজ্জ্বল কুমার দাশ দেখিয়েছেন নিয়মিত Distance to default পরিমাপ ব্যাংকসমূহের স্বচ্ছলতা ঝুঁকির একটি Early Warning System হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে Systemic Risk সংক্রান্ত গবেষণাটি উপস্থাপন করেন উপপরিচালক মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক। সিস্টেমিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সিস্টেমিক কনটিনজেন্ট ক্লেইম এপ্রোচ (এসসিসিএ) পদ্ধতি প্রয়োগ করে আর্থিক খাতে সিস্টেমিক ঝুঁকি সংঘটনের পূর্বাভাস প্রদান করা যায়। সিস্টেমিক সিসিএ প্রতিটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের Risk-Adjusted ব্যালেন্স-শিটের ঝুঁকির সাথে সামগ্রিক আর্থিক খাতে Portfolio Risk এর সমন্বয়ের মাধ্যমে সিস্টেমিক ঝুঁকি পরিমাপ করে থাকে। এই পদ্ধতিটি তিনটি মডেল এবং তত্ত্ব প্রয়োগ করে। যথাঃ (১) Black-Scholes-Merton (BSM) মডেল; (২) Generalized Extreme Value Theory (GEV) এবং (৩) Multivariate Distribution Function (MVDF)। BSM মডেল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। GEV তত্ত্বের মাধ্যমে এই সম্ভাব্য ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্যতা (Probability Distribution) পরিমাপ করা হয় এবং MVDF এর মাধ্যমে সকল ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা সংঘটনের সম্ভাব্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে Normal Distribution তত্ত্ব অনুসরণ করা হলে তা অস্বাভাবিক ঘটনা বা দুর্ঘটনাকে সঠিকভাবে আমলে নিতে পারে না। কিন্তু কোন একটি অস্বাভাবিক ঘটনা বা দুর্ঘটনার সিস্টেমিক ঝুঁকিকে ত্বরান্বিত করে। Systemic CCA যেকোনো অস্বাভাবিক ও বড় রকমের দুর্ঘটনাকে আমলে নিয়ে তা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্যতাকে সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে। কারণ এটি Normal distribution তত্ত্বের পরিবর্তে extreme value distribution তত্ত্ব প্রয়োগ করে থাকে। correlation coefficient/covariance এর মাধ্যমে কেবলমাত্র দু'টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পোর্টফোলিও ঝুঁকি পরিমাপ করা যায়। কিন্তু দুইয়ের অধিক কোম্পানি, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান নির্ভরশীলতা পরিমাপের ক্ষেত্রে correlation coefficient/covariance সঠিক চিত্র প্রকাশ করতে পারে না। এক্ষেত্রে multivariate dependence function অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থাৎ MVDF এর মাধ্যমে দুইয়ের অধিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নির্ভরশীলতা পরিমাপ করা হয় যা সিস্টেমিক ঝুঁকি পরিমাপের জন্য অপরিহার্য। কোনো একটি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির ফলে সামগ্রিক আর্থিক খাত কীভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয় (spillover/ contagion effect) তা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই মডেলটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আর্থিক খাতের সিস্টেমিক ঝুঁকি সংঘটনের পূর্বাভাস প্রদানের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক এবং যুগোপযোগী মডেল হিসেবে আইএমএফ এবং ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত SCCA পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা পরবর্তী সময়ে আর্থিক ঝুঁকির বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার লক্ষ্যে Solvency Risk এবং Systemic Risk নিরূপণের পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া, আমাদের দেশের আর্থিক খাতের ক্রমবৃদ্ধির সাথে সাথে নানা ধরনের ঝুঁকির উদ্ভব হচ্ছে বলে দেশীয় আর্থিক খাতের বাস্তবতায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে আর্থিক খাতের নজরদারিতে গুণগত ও কৌশলগত পরিবর্তন সাধন জরুরি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। পাশাপাশি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এসব আর্থিক ঝুঁকিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের দ্বিতীয় পর্ব উদ্বোধন

দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১৫ এর দ্বিতীয় ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২২ জুলাই ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মোঃ গোলাম মোস্তফা। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিবিটিএর বিভিন্ন উইংয়ের মহাব্যবস্থাপক, অনুষদ সদস্য এবং বিবিটিএর সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কমচারীবৃন্দ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ডিরেক্টর ও একাডেমির মহাব্যবস্থাপক শেখ আজিজুল হক। তিনি ছয় মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের সার্বিক বিষয় তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় নবীন কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে সততা, নিষ্ঠা, মেধা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান তাঁর বক্তৃতায় প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য রিসার্চ মেথোডোলজির উপর একটি নতুন মডিউল করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। একাডেমির মহাব্যবস্থাপক মোঃ গোলাম মোস্তফা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর সাথে অস্ট্রেলিয়ান এফআইইউ Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) এর একটি সমঝোতা স্মারক ১৪ জুলাই ২০১৫ নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে স্বাক্ষরিত হয়। ১২-১৭ জুলাই ২০১৫ মেয়াদে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি) এর ১৮তম বার্ষিক সভা চলাকালে উক্ত স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকে বিএফআইইউয়ের পক্ষে ইউনিটের মহাব্যবস্থাপক ও অপারেশনাল হেড মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং AUSTRAC এর পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পল জেভাতোভিক এপিএম স্বাক্ষর করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার ডঃ নাসিরুদ্দীন আহমেদ, অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ড. এম আসলাম আলম, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক, উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক মোঃ সাইফুল আলম, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী এবং বিএফআইইউয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে অস্ট্রেলিয়ার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদান আরো সহজতর হবে বলে সভায় জানানো হয়।

বিবিটিএতে রবি সভা

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৫ (দ্বিতীয় ব্যাচের) পরিবেশনায় ৬ আগস্ট ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে রবি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৭৪তম মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মূল সুর ছিল বর্ষায় রবীন্দ্র, রবীন্দ্রে বর্ষা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন একাডেমির মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপমহাব্যবস্থাপক সৈয়দ নূরুল আলম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিবিটিএর বিভিন্ন উইংয়ের মহাব্যবস্থাপক, অনুষদ সদস্য এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কমচারীবৃন্দ। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের এক্সট্রা কারিকুলামের কোঅর্ডিনেটর উপপরিচালক মোঃ আমিরুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং রবীন্দ্রনাথের উপর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন ডিরেক্টর সৈয়দ নুরুল আলম। প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান তাঁর বক্তৃতায় বলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমবায় ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র ঋণের জনক এবং আমাদের উৎসব পার্বন থেকে শুরু করে আনন্দ-বেদনার শেষ আশ্রয়স্থল। বিশেষ অতিথি মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ তাঁর বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নবীন কর্মকর্তাদের আগ্রহ দেখে প্রশংসা করেন এবং উৎসাহ দেন। নবীন কর্মকর্তাদের পরিবেশনায় রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা এবং শেষের কবিতা উপন্যাস থেকে কিছু সংলাপ নিয়ে নাটিকা পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

রবি সভায় মূল সুর ছিল বর্ষায় রবীন্দ্র, রবীন্দ্রে বর্ষা

সদরঘাট অফিস

জাতীয় শোক দিবস পালন ও আলোচনা সভা

বাংলাদেশের মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক, সদরঘাট অফিসে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদরঘাট অফিসের মহাব্যবস্থাপক কাজী এনায়েত হোসেন। সভাপতিত্ব করেন উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আবু সাঈদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপমহাব্যবস্থাপক সুফিয়া বেগম ও মোঃ বজলুর রহমান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, জাতির পিতার মহান ত্যাগ, মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা, তাঁর আদর্শ যদি আমাদের জীবনের চলার পথে পাথেয় হয় তবেই এই মহান নেতার প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা, সম্মান দেখানো হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক তদুপরি জীবনের সর্বক্ষেত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর মহান দর্শনকে গ্রহণ করে সে মোতাবেক চলার জন্য তিনি ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা হাজী মোঃ সেলিম মিয়া ও বশির আহম্মদ প্রমুখ।

মহাব্যবস্থাপক কাজী এনায়েত হোসেন জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন

চট্টগ্রাম অফিস

কৃষি ও এসএমই ঋণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের কনফারেন্স হলে ২৫ আগস্ট ২০১৫ কৃষি ও এসএমই ঋণ বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম এ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় চট্টগ্রাম অফিসের আওতাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের বিভাগীয় ও আঞ্চলিক প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে এসে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার সুফল অর্থনীতিতে এখন দৃশ্যমান। তিনি কাঙ্ক্ষিত কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি ঘোষিত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক ও এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কৌশলাদি নিয়ে উপস্থিত ব্যাংকের বিভাগীয় ও আঞ্চলিক প্রধানদের বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার বক্তব্য রাখছেন

সিআইবি বিজনেস রুলস্ বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের প্রশিক্ষণ কক্ষে ১-২ জুন ২০১৫ তারিখে CIB Business Rules & Online Systems বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি ও চট্টগ্রাম অফিসের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত দুইদিনব্যাপী এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির মহাব্যবস্থাপক মোঃ আবদুল হামিদ। রিসোর্স পারসন হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর যুগ্মপরিচালক মোঃ আনিচুর রহমান এবং যুগ্মপরিচালক মুন্সী মোহাম্মদ ওয়াকিদ সেশন পরিচালনা করেন। কর্মশালার সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উপমহাব্যবস্থাপক সৈয়দ নুরুল আলম।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের মোট ৮০জন প্রশিক্ষণার্থী এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

বগুড়া অফিস

প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের উদ্যোগে ১৬-১৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। On-Line Foreign Exchange Transactions Reporting বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির (বিবিটিএ) মহাব্যবস্থাপক শেখ আজিজুল হক। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ জাফরুল হক এবং যুগ্মপরিচালক আতাউল করিম ভূঁইয়া। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত রিপোর্টিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তরিকতার সাথে নির্ভুল রিপোর্টিং করার জন্য ব্যাংকগুলোর প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। সভাপতি বলেন, সার্বিক অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি বিবেচনার্থে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাদির নির্ভুলতা একান্ত অপরিহার্য। সে জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় বগুড়া অঞ্চলের এডি ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

বগুড়া অফিসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন (সিবিএ), আঞ্চলিক কমিটি, বগুড়ার উদ্যোগে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপমহাব্যবস্থাপক আবু সাঈদ মোঃ আরিফ উল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন উপব্যবস্থাপক মোঃ হেমায়েত মোস্তফা, উপব্যবস্থাপক (ক্যাশ) স্বপন কুমার হালদার। আলোচনা সভায় সিবিএর আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম, কার্যকরী সভাপতি মোঃ আব্দুল হালিম শেখ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবুল খায়ের, যুগ্মসম্পাদক জি. এম. সাজ্জাতুজ্জামান, দপ্তর সম্পাদক মোঃ জালাল উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক মোঃ লাবলু মণ্ডল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সহঃ সাধারণ সম্পাদক মোঃ রবিউল ইসলামসহ সিবিএর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুগ্মপরিচালক চঞ্চল মোহন রায়। সভাশেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

বরিশাল অফিস

কৃষি ও এসএমই ঋণ বিতরণ ও আদায় সভা অনুষ্ঠিত

কৃষি ও এসএমই ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা ২৪ আগস্ট ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশালের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যাংকিং প্রধান ও বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। প্রধান অতিথি এনজিও লিংকেজের পাশাপাশি সরাসরি কৃষকদেরকে ঋণ দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতি এসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল আলী, কে. এম. মোস্তাফিজুর রহমান, মোঃ আমজাদ হোসেন ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সভায় বরিশাল অঞ্চলে কার্যরত ৪৪টি ব্যাংকের বিভাগীয় প্রধান, আঞ্চলিক প্রধান ও শাখা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা

রাজশাহী অফিস

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত Integrated Supervision System (ISS) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ৫-৬ আগস্ট ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া প্রধান অতিথি ও বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোশাররফ হোসেন খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে কর্মশালার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি Integrated Supervision System (ISS) বর্তমান প্রেক্ষাপটে অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় কর্মশালা হতে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে যথাযথভাবে কার্যসম্পাদনের পরামর্শ দেন। মহাব্যবস্থাপক শেখ আব্দুল্লাহ এ প্রশিক্ষণ কোর্সে সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান ও বিশেষ অতিথির সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে কর্মশালা হতে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনের পরামর্শ দেন। রাজশাহী অঞ্চলের তফসিলি ব্যাংকসমূহের মোট ৮০ জন কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

খুলনা অফিস

জাতীয় শোক দিবস পালন

খুলনা অফিসে যথাযথ মর্যাদা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। ১৫ আগস্ট ২০১৫ অফিস প্রাঙ্গনে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (অর্ধনমিত), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পতাকা উত্তোলন, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ ও কালোব্যাজ ধারণের মাধ্যমে কর্মসূচি পালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। এ সময় মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র, বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

১৭ আগস্ট ২০১৫ অফিস মসজিদে দিনব্যাপী কোরআনখানি ও দোয়া এবং বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। সভাপতিত্ব করেন উপমহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন-২) দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস। সিবিএসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনাসভায় স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে নতুন প্রজন্মের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সামনে জাতির পিতার জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি মহাঃ নাজিমুদ্দিন তাঁর বক্তব্যে জাতির জনকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সকলে মিলে তাঁর স্বপ্নের সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার অঙ্গীকারে শামিল হবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া বিশেষ অতিথি মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র দলমত নির্বিশেষে জাতির কল্যাণের জন্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে লালন করে বৃহত্তর স্বার্থে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

জালনোট সনাক্তকরণ বিষয়ক কর্মশালা

জালনোট সনাক্তকরণসহ জালনোট ও ছেঁড়াফাটা নোট সম্পর্কে ব্যাংক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করণীয় বিষয়ে ২-৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের সম্মেলনকক্ষে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। Detection, Disposal of Forged & Mutilated Notes শীর্ষক এ কর্মশালায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন ব্যাংকের সর্বমোট ৮০জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। খুলনা অফিসের দাবি শাখার ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএর মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোশাররফ হোসেন খান। কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবিটিএর উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ রুহুল আমীন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক

পুনঃঅর্থায়ন তহবিল পরিচালনা বিষয়ক কর্মশালা

খুলনা অফিসের সম্মেলনকক্ষে সম্প্রতি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল পরিচালনা বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে এবং খুলনা অফিসের কৃষি ঋণ বিভাগের আয়োজনে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক নূরুন নাহার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং-১) এর উপমহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার মজুমদার এবং কৃষি ঋণ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক বেগম হালিমা।

সিলেট অফিস

রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল বিষয়ক সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসে ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ শাখা অফিসসমূহের মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেনের সভাপতিত্বে অফিসের সম্মেলনকক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম। সভায় Key Note সংক্রান্ত তথ্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করেন প্রধান কার্যালয়ের যুগ্মপরিচালক এ. কে. এম. কামরুজ্জামান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, রপ্তানি ক্ষেত্রে টেকসই প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি বৈচিত্র্য, অনুকূল ব্যালেন্স অব পেমেন্ট পরিস্থিতি আনয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সাল থেকে EDF চালু আছে যার বর্তমান আকার ১৮০০ মিলিয়ন ডলার। রপ্তানি এলসি/ফার্ম রপ্তানি চুক্তি/বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি/বৃহৎ আমদানির ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের ঋণ সুবিধা দিয়ে ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে এ ফান্ডের আওতায় অপেক্ষাকৃত কম সুদে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক প্রধান ও প্রতিনিধিগণ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সিলেট অফিসের সম্মেলনকক্ষে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল পরিচালনা বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ আগস্ট ২০১৫ সিলেট অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক নূরুন নাহার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আলাউদ্দিন। এছাড়া রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের যুগ্মপরিচালক গোলাম মহিউদ্দিন এবং উপপরিচালক এ এইচ এম রফিকুল ইসলাম। কর্মশালায় ২৮টি ব্যাংকের ৬০জন শাখা ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন।

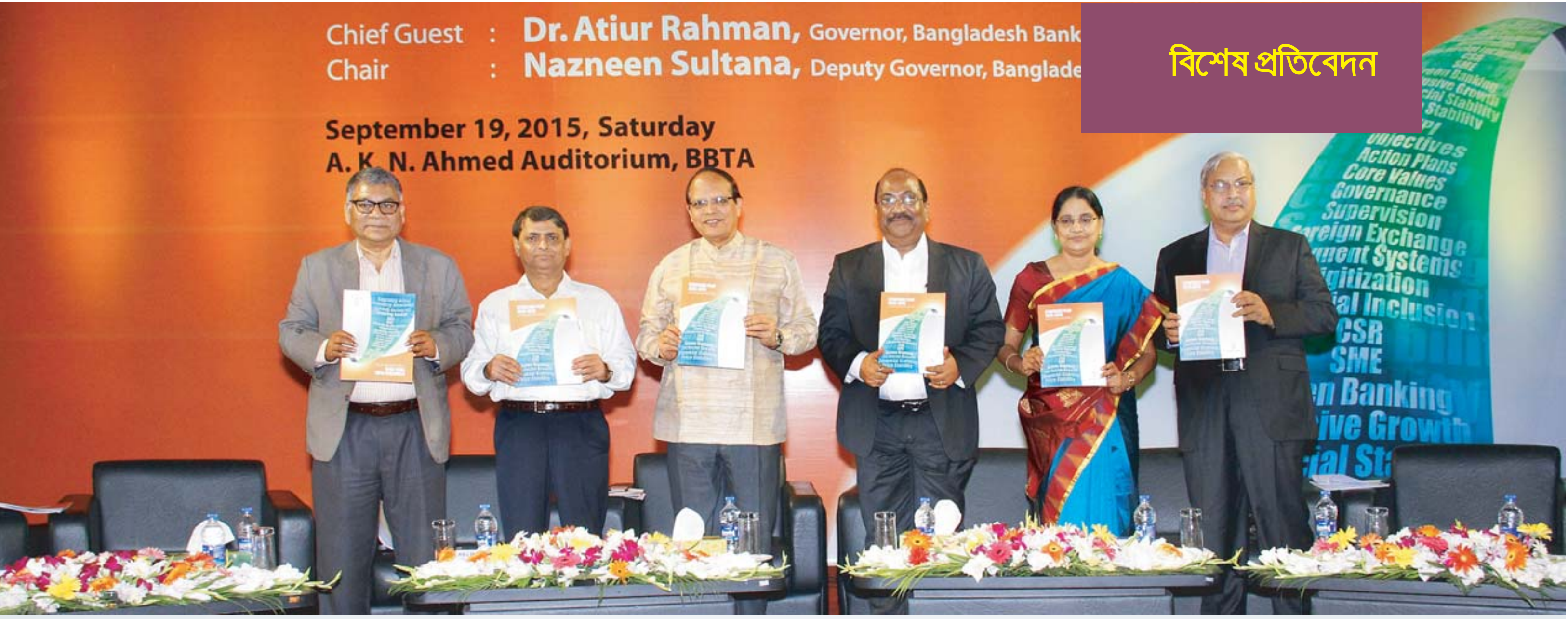

Strategic Plan 2015-2019 প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে গভর্নর ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা

STRATEGIC PLAN 2015-2019

নতুন পথে যাত্রা শুরু

সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান Strategic Plan 2015-19 এর মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। বলাই বাহুল্য, গভর্নর ড. আতিউর রহমানের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কৌশলী নেতৃত্বে এবং পথনির্দেশনায় বাংলাদেশ ব্যাংক একবিংশ শতাব্দীর বহুবিধ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে বাস্তবায়ন-উপযোগী এবং সুচিন্তিত এ কৌশলপত্র প্রণয়ন করার অনুপ্রেরণা পেয়েছে। গভর্নর ড. আতিউর রহমানের সভাপতিত্বে Strategic Plan 2015-19 এর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষেত্রে এধরনের কৌশলগত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের এটি দ্বিতীয় প্রয়াস। ইতিপূর্বে ২০০৯ সালে Strategic Plan 2010-14 প্রণয়ন করা হয় যেটি বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কর্মতৎপরতায় অভূতপূর্ব গতি সঞ্চারণের মাধ্যমে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানাবিধ অর্জনের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। যদিও ২০০৯ সালের নভেম্বরে এ ধরনের পঞ্চবার্ষিক কর্ম-কৌশলপত্র পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়; এর শুরু আজ থেকে ১১ বছর আগে ২০০৪ সালে Central Bank Strengthening Project এর অধীনে Project Launch Work-shop এর মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে বিদেশি পরামর্শকদের সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মিশন, ভিশন এবং কৌশলগত অগ্রাধিকার (Strategic Priority) নির্ধারণ করা হলেও ২০০৯ সালের নভেম্বরে যমুনা রিসোর্টে অনুষ্ঠিত একটি Executive Retreat এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম একটি বাস্তবায়নযোগ্য পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা Strategic Plan 2010-14 প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক আজ বিশ্বের দরবারে মানবিক ব্যাংকিং এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কুশলী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের এক অনন্য নজির। বিশ্বময় আর্থিক মন্দা এবং অভ্যন্তরীণ নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সদ্য-বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার সক্ষমতা দেখিয়েছে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ঈর্ষণীয়। বিশ্বের নামকরা রেটিং এজেন্সিগুলো (এসএন্ডপি ও মুডি'স) টানা ছ'বারের মতো আমাদের আর্থিক খাতের স্থিতিশীল অবস্থানের স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, প্রথমবারের মতো ফিচ্ রেটিং এজেন্সিও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে 'স্থিতিশীল' বলে আখ্যায়িত করেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক প্রকাশনা 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক সিচুয়েশন অ্যান্ড প্রসপেক্টস ২০১৫' অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের অনেক বেশি প্রবৃদ্ধি আশা করা হচ্ছে। সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োচিত নীতি-পদক্ষেপের কারণে নানা প্রতিকূলতার মাঝেও আমরা সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সব সূচকে অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি। এসব সাফল্যের পেছনের অন্যতম মূলমন্ত্র ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সুচিন্তিত, সময়োপযোগী, বাস্তবায়নযোগ্য বহুমাত্রিক কৌশলী কর্ম-পরিকল্পনা।

টেকসই আর্থিক খাতের মূল চালিকাশক্তি হলো শক্তিশালী ব্যাংকিং খাত আর দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হলো একটি স্থিতিশীল আর্থিক খাত। এটি অনুধাবন করে ২০০৯ সালের নভেম্বরে যমুনা রিসোর্টে অনুষ্ঠিত একটি Executive Retreat এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমবারের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ, সময়োপযোগী ও বাস্তবায়নযোগ্য বহুমাত্রিক কৌশলগত পঞ্চবার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা Strategic Plan 2010-14 প্রণয়ন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল সর্বাধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতি সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের ব্যাংকিং খাতকে দক্ষ, প্রগতিশীল ও সুশৃঙ্খল করার মাধ্যমে টেকসই ও স্থিতিস্থাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

নিয়ত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক এবং দেশীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক গত পাঁচ বছরে অনেক জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে। নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক সহনশীলতা ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলায় একটি নতুন পঞ্চবার্ষিক কর্ম-কৌশলপত্র প্রণয়ন করার আগে পূর্বপ্রণীত পঞ্চবার্ষিক কর্ম-কৌশলপত্র Strategic Plan 2010-14 এর প্রায়োগিক সাফল্য কতটুকু, ব্যর্থতাই বা কতটুকু তা নির্ণয় করা অপরিহার্য। ফলাফল বিস্ময়কর। বহুল ব্যবহৃত Binary Method ব্যবহার করে দেখা গেল শত প্রতিকূলতার মাঝেও আমরা Strategic Plan 2010-14 এর শতকরা ৯৪% প্রায়োগিক সাফল্য অর্জন করেছি। তাই অকুণ্ঠচিত্তে বলা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের সমসাময়িক নানাবিধ সাফল্যের পেছনের চাবিকাঠি হলো সেই কুশলী পরিকল্পনা Strategic Plan 2010-14 এর সফল বাস্তবায়ন আজ থেকে ছয় বছর আগে যার বীজ বপন করা হয়েছিল।

পূর্বের সাফল্যের ধারাবাহিকতায়, নতুন আরেকটি পাঁচ বছর মেয়াদি Strategic Plan 2015-19 প্রণয়ন সুসম্পন্ন হয়েছে। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইউনিট এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি টিমের বিগত কয়েক মাসের

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

নিরলস পরিশ্রমের ফসল Strategic Plan 2015-19। বিশাল কর্মযজ্ঞ মাথায় নিয়ে, নতুন এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন মোটেই সহজসাধ্য ছিলনা। এর পেছনে পুরো বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান অনস্বীকার্য। প্রাথমিকভাবে ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি Executive Retreat 2014 এর মাধ্যমে আরও পরিশীলিত করে Strategic Plan 2015-19 এ সন্নিবেশিত করা হয়। আভ্যন্তরীণ এ কর্মযজ্ঞে মূলত ছয়টি বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যেগুলো হলো - (ক) Balanced and coordinated monetary policy, (খ) Supervision & regulation for ensuring financial stability, (গ) Optimization of human capital, (ঘ) Promoting more liberalized foreign exchange regime, (ঙ) Socially responsible (sustainable) financing and inclusive growth, এবং (চ) Enterprise resource management, Effective communication and image building.

অভ্যন্তরীণ স্টেকহোল্ডারদের এসব মতামতের সাথে নতুন স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান তৈরির অংশ হিসেবে কয়েকমাস আগে ইন্টারনেট ও পত্রমারফত External Stakeholder যেমন ব্যাংক, নন-ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন, বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধান এবং সাধারণ ব্যাংকারদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত কার্যক্রমগুলোর মূল্যায়ন এবং একই ক্ষেত্রগুলোতে আগামী পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের করণীয় বিষয়ে তাঁদের প্রত্যাশা ও মতামতও চাওয়া হয়েছিল। তাঁরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে তাদের প্রত্যাশা ও মতামত ব্যক্ত করেন। পর্যালোচনা শেষে তাঁদের সেই প্রত্যাশা ও মতামতের সারসংক্ষেপ Strategic Plan 2015-19 এর শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে। নতুন এ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে সেসব প্রত্যাশা পূরণের সচেতন প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

একই সাথে, Strategic Plan 2015-19 পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের সময় আর্থিক ব্যবস্থার অস্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যহীনতার ঝুঁকি মোকাবেলায় সামাজিক দায়বোধ প্রণোদিত অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আর্থিক খাতের অভিঘাত সহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আর্থিক মধ্যস্থতা প্রক্রিয়াকে সচল রাখার মতো বিষয়গুলোও সক্রিয় বিবেচনাধীন ছিল।

Executive Retreat 2014 এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, আলোচনা ও মতবিনিময় এবং বিভিন্ন পক্ষের নানা প্রস্তাবনার সমন্বয়ে অবশেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৫-১৯ সময়কালের জন্য ১৪টি Strategic Goal চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ Strategic Goal অর্জনে পরিপূরক ১০৪টি Objective, ৩১৯টি Action Plan এবং ৩৯৫টি Key Performance Indicator রয়েছে। এর ভিত্তিতেই ব্যাংকের বিভাগগুলো তাদের নিজ নিজ Strategic Goal অর্জনের কর্মপরিকল্পনা করবে।

এছাড়াও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে নৈতিকতা বা শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে পাঁচটি Core Values চিহ্নিত করা হয়। সেগুলো হলো - Professionalism, Transparency and accountability, Open-mindedness and Receptivity of new ideas, Teamwork এবং Integrity। এভাবে Internal Stakeholder ও External Stakeholder দের সমন্বিত সমৃদ্ধ অবদানে এবং স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইউনিট এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত টিমের বিশাল কর্মযজ্ঞময় প্রচেষ্টায় Strategic Plan 2015-19 আলোর মুখ দেখেছে।

Strategic Plan 2015-19 এর মোড়ক উন্মোচনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহ। এ ধরনের বিশাল কর্মযজ্ঞের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সর্বপ্রথম প্রণীত Strategic Plan 2010-14 এর প্রায়োগিক সাফল্য তুলে ধরেন। পূর্বের সাফল্যের ধারাবাহিকতায়, নতুন আরেকটি পাঁচ বছর মেয়াদি Strategic Plan 2015-19 প্রণয়নে সম্পৃক্ত সবাইকে তথা Internal Stakeholder ও External Stakeholder তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ২০০৪ থেকে শুরু হওয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের Strategic Plan প্রণয়নের পথপরিক্রমার সাথে এ যাবৎকাল পূর্ণাঙ্গ সম্পৃক্ত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছেন বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পথচলার এখন সবে শুরু। বাংলাদেশ ব্যাংকের সুযোগ্য ও মেধাবী কর্মকর্তাগণ আরো আধুনিক এবং সময়োপযোগী Strategic Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংককে একুশ শতকের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রূপান্তর করবেন বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

Strategic Plan 2015-19 এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে গভর্নর তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন।

২০০৯ সালের নভেম্বরে যমুনা রিসোর্টে আয়োজিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের রিট্রিটে শুরু হওয়া প্রথম কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, যে কোনো পরিকল্পনাই একটি চলমান প্রক্রিয়া।

Strategic Plan 2015-19 এর স্টেটমেন্ট অব কমিটমেন্টে স্বাক্ষর করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

তাই পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইউনিট (এসপিইউ) নামে একটি ইউনিট গঠন করার মাধ্যমে প্রতিবছর রিট্রিটে নিয়মিতভাবে কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও তা হালনাগাদ করা হয়েছে। রিট্রিটগুলো ছিল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে বোঝাপড়া আরো নিবিড় করার একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম যেখানে তারা স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন। এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাইরের বিশেষজ্ঞদেরও যুক্ত করার ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মনে বদলে যাবার এক নতুন তাগিদ সৃষ্টি হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন যার ধারাবাহিক ফসল Strategic Plan 2015-19।

গভর্নর মনে করেন বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজের ধরনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অংশগ্রহণমূলক মুদ্রানীতি প্রণয়ন, পেমেন্ট সিস্টেমের আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশন ত্বরান্বিতকরণ ও সুপারভিশন জোরদার করার পাশাপাশি নিম্নআয়ের মানুষদের আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তির কৌশল হিসেবে 'ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন' কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

কৃষি, এসএমই ও পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়ন বাড়ানো, দশ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ, বর্গাচাষি ঋণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, গ্রিন ব্যাংকিং, সিএসআর, দ্রুত টাকা পাঠানোর জন্য মোবাইল ব্যাংকিং ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে

স্টেটমেন্ট অব কমিটমেন্টে স্বাক্ষর করছেন ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের মহাব্যবস্থাপক

ব্যাংকিং সেবা পৌঁছাতে এজেন্ট ব্যাংকিং প্রবর্তন, সুপারভিশন কার্যক্রম জোরদার করতে ইলেক্ট্রনিক ড্যাশবোর্ড ও ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম প্রবর্তন ও এগুলোর সঠিক প্রয়োগ, বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি সম্পূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন, ব্যাংকিং খাতের ডিজিটাইজেশন, বিশ্বমানের অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার ব্যবস্থা, অনলাইন সিআইবি সেবা, অনলাইন ব্যাংকিং, ই-কমার্স, ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাস্তবায়ন- সবই এই একই অভিযানের অংশ বলে তিনি মনে করেন।

পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধ, মানবিক ও উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ভালোভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অর্থনীতি এর সুফল এরই মধ্যে পেতে শুরু করেছে। আর্থিক খাতের সকল সূচকেই এখন চোখে পড়ছে ইতিবাচক পরিবর্তন। এতকিছুর পরেও আমাদের আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই বলে গভর্নর মনে করেন। এসব অগ্রগতি ধরে রেখে আরো অগ্রগতি অর্জনে নীতি-পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন বলেই অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও মূল্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে বিচক্ষণ মুদ্রানীতি গ্রহণ, রেগুলেটরি ও নজরদারি কাঠামো আরও জোরদারকরণ, টেকসই উন্নয়নের জন্য সামাজিক দায়বোধ প্রণোদিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা Strategic Plan 2015-19 প্রণয়ন করা হয়েছে বলে গভর্নর উল্লেখ করেন।

এই কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল বিভাগ ও অফিস তাদের নিজ নিজ অপারেশনাল প্ল্যান তৈরি করবে এবং এ প্ল্যান তৈরি ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভাগ এবং অফিস প্রধানগণ সামনে থেকে নেতৃত্ব দিবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংক অনেকটাই বদলে গেছে'। তিনি বলেন, আগামী দিনের বাংলাদেশ ব্যাংক হবে বিশ্বমানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যেখানে কোনো আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকবে না, নিয়ম-নীতি হবে সহজ ও সংখ্যায় কম, তবে তার প্রয়োগ হবে কঠিন, যেখানে নিচের দিকের কর্মীরা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিবেন, ওপরের দিকের কর্মীরা নেতৃত্ব দিবেন। যেখানে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে, তথ্য সবসময় হালনাগাদ ও সহজলভ্য থাকবে, যার সেবা পেতে সেবা গ্রহণকারীদের কোনো বেগ পেতে হবে না।

তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বোচ্চ উন্নতির আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংককে এমন দূরদর্শী করে গড়ে তুলতে হবে, যেখানে কেউ পুরনোকে আঁকড়ে ধরে থাকবে না। যেখানে নতুন নতুন ব্যাংকিং ধারণার উদ্ভব হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক দেশকে দ্রুত উচ্চ মধ্যম আয়ের কাতারে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সবাই মিলে আন্তরিকভাবে কাজ করলে এমন বাংলাদেশ ব্যাংক গড়ে তোলা অসম্ভব কিছু না বলে তিনি ২০১৫-২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় কৌশলগত পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০-২০১৪ এর বাস্তবায়নের সফলতা এবং তা হতে প্রাপ্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নতুন নতুন কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরির খোরাক যুগিয়েছে বলে উল্লেখ করে ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান জানান, গত কয়েক বছরে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের তদারকি ও নজরদারির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু কৌশল ও টুলস্ প্রবর্তন করেছে। ফলে ঋণ কার্যক্রম এখন অনেক শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং ঋণ শ্রেণিকরণ আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার ব্যবহার করার মাধ্যমে অবিরতভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম তদারক করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ও অ্যান্টি টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং কার্যক্রম পরিচালনার স্বীকৃতিস্বরূপ এগমন্ট সদস্যপদ অর্জন করেছে।

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বক্তব্যের শুরুতেই আগের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের সফল বাস্তবায়ন সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ২০১০ সালের ঐ মহাপরিকল্পনার ফলেই বাংলাদেশ ব্যাংক আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও তিনি বর্তমান মুদ্রানীতি প্রণয়ন, পেমেন্ট সিস্টেম এবং ব্যাংক সুপারভিশনের নানা দিক নিয়ে কথা বলেন। দেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে নতুন পরিকল্পনা কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সামনের দিনগুলোতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরের স্ট্যাবিলিটি বজায় রাখা, পেমেন্ট সিস্টেমের আধুনিকায়ন অব্যহত রাখা এবং জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিকল্পনার আলোকে অংশগ্রহণমূলক কৌশল গ্রহণ ও তার সঠিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নবপ্রণীত এই কৌশলপত্র দিকনির্দেশিকার মতো কাজ করবে বলে উল্লেখ করেন।

পঞ্চবার্ষিক কর্ম-কৌশলপত্রে যে কৌশলগুলো গ্রহণ করা হয়েছে, শুধু তাই যে বলবৎ থাকবে তা নয় উল্লেখ করে ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, নিয়ত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ও আভ্যন্তরীণ আর্থিক খাতের জন্য সময়োপযোগী কৌশলও যথাপ্রয়োজনে আত্তীকরণ করা হবে। এজন্য Strategic Plan 2015-19 এ গৃহীত নতুন নতুন কৌশলগত পরিকল্পনার যথাযোগ্য বাস্তবায়নের জন্য Strategic Planning Unit কে বিভাগে পরিণত করা ছাড়াও আরও কয়েকটি নতুন বিভাগ তৈরি করা হয়েছে। সবার আন্তরিক প্রচেষ্টাই Strategic Plan 2015-19 এর রূপায়নে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পূর্বের সাফল্যের ধারাবাহিকতায়, নতুন আরেকটি পাঁচ বছর মেয়াদি Strategic Plan 2015-19 প্রণয়ন সুসম্পন্ন হয়েছে। মুদ্রাবাজারের অস্থিরতা, পুঁজিবাজারের বুদবুদ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা, ব্যাংকিং খাতে সুপারভিশন কার্যক্রম, রেমিট্যান্সের গতি প্রবাহ, রিজার্ভ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ইনডেক্স, ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনস্, গ্রিন ব্যাংকিং, গ্রাহকসেবা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের ভূমিকা পুনর্মূল্যায়নের বিষয়টি মাথায় রেখেই আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা, এই Strategic Plan 2015-19 প্রণয়ন করা হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থিতিশীল ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে নতুন এ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটি হবে অধিকতর দিক নির্দেশনামূলক ও কার্যকরী।

মতামত

মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক
চট্টগ্রাম

২০১৫-২০১৯ মেয়াদের জন্য গৃহীত কৌশলপত্রে বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান কার্যক্রমকে আরো বেশি গতিশীল করবে।

ক. গবেষণা কার্যক্রম ঃ জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে এবং সামষ্টিক অর্থনীতির চলক (macroeconomic variables) সম্পর্কে পূর্বানুমান করা সহজ হবে।

খ. পরিদর্শন কার্যক্রম ঃ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের দক্ষতা, পেশাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা উন্নয়নের মাধ্যমে সময়মতো সঠিক ও ঝুঁকিচিহ্নিতকরণ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান নিশ্চিত করা যাবে এবং প্রতিবেদনে উল্লিখিত অসঙ্গতিসমূহ সময়মতো পরিপালনে ব্যাংকসমূহকে বাধ্য করা যাবে।

ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন নতুন নতুন ঝুঁকিসমূহের ক্ষেত্র সনাক্তকরণ এবং সংকট ব্যবস্থাপনার (crisis management) মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাকে (financial system) আরো বেশি স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে।

গ. অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ঃ আর্থিক পণ্য ও সেবা প্রদানের কার্যক্রমে বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যতা আনয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের সাথে (stakeholder) সমন্বয়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমকে আরো জোরালো করা সম্ভব হবে।

ঘ. কৃষিঋণ ও ক্ষুদ্র/মাঝারি ঋণ (SME) ঃ নারী উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দিয়ে পরিবেশবান্ধব এসএমই, কৃষি ও পল্লি খাতে অর্থায়ন সামগ্রিক অর্থনীতিকে অধিকতর টেকসই করতে সহায়তা করবে।

ঙ. মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও পেমেন্ট সিস্টেম ঃ RTGS, BACH, NPSB এবং MFS এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও পেমেন্ট সিস্টেম আগের থেকে আরো বেশি গতিশীল হবে।

এছাড়া গৃহীত কৌশলপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমে আর যেসব সুফল বয়ে আনবে তা হলো ঃ

বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেন কার্যক্রমকে সহজিকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে।

সব ধরনের সরকারি savings instruments scripless করার মাধ্যমে পরিচালনা দক্ষতা বাড়বে এবং লেনদেন আরো সহজ করবে। স্বাধীন জাতীয় FIU গঠনের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন কার্যক্রম প্রতিরোধ করা সহজ হবে।

প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, যথাযথ পদায়ন এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আরো কার্যকর হবে। ICT Security, Data Recovery & Transaction Security সহ ICT অবকাঠামোর আরো উৎকর্ষতার মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

IIAS এবং IFRS অনুসরণের মাধ্যমে চলমান অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম আরো স্বচ্ছ ও কার্যকর হবে। Innovation, Team Work এবং Coordination উৎসাহিত হবে।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুনাম এবং ভাবমূর্তি আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। ২০১৫-২০১৯ মেয়াদের জন্য গৃহীত কৌশলপত্র যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও অধিকতর উন্নয়ন সম্ভবপর হবে এবং এর মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে বলে আশা করা যায় ঃ

ক. স্থিতিশীল বিনিময় হার খ. স্থিতিশীল মূল্যস্তর গ. বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত রিজার্ভ ঘ. স্থিতিশীল ঋণমান ঙ. সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য উপযোগী পরিবেশ চ. পরিবেশবান্ধব সবুজ ব্যাংকিং ছ. অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন।

জাহাঙ্গীর কবির
(জাহাঙ্গীর কবির প্রায় তিন দশক ধরে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে গত ১০ বছর যাবৎ ম্যানেজমেন্ট পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের একাধিক এক্সিকিউটিভ রিট্রিট পরিচালনা করার পাশাপাশি তিনি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।)

২০০৯ সাল থেকেই আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে জড়িত। কর্পোরেট জগতে কাজ করার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো একটি পাবলিক প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করার সময় এক ধরনের দ্বিধা ছিল। সে দ্বিধা কাটতে সময় লাগেনি।

এ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি বাংলাদেশ ব্যাংক পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে মানুষের আরো কাছে পৌঁছতে পেরেছে। গত কয়েক বছরের বিশ্বব্যাপী নানা ধরনের আর্থিক অভিঘাত মোকাবেলা করে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে বাংলাদেশ ব্যাংকের অবদান অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে আমি গভর্নর ড. আতিউর রহমানের নেতৃত্বগুণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। তাঁর নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমেই এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

২০১০-১৪ সালের পরিকল্পনার মতো স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০১৫-১৯ সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে একটি অনুকরণীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং ব্যাংক পরিক্রমা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সুযোগদানের জন্য।

নুরুন নাহার
মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক

কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০-১৪ এর ১৭টি স্ট্র্যাটেজির মধ্যে ৪ নম্বর স্ট্র্যাটেজি ছিল Financial inclusion and broadening of access এ কৌশলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই এবছরই (২০১৫ সাল) ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট গঠিত হয়। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে, শুরু থেকেই আমি এ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমি মনে করি ২০০৯ সালে গভর্নর ড. আতিউর রহমানের নেতৃত্বে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের যে উদ্যোগ নেয়া হয় তা ছিল খুবই বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী। বৃহত্তর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ছাড়া সমাজের সকল অংশের উন্নয়ন সম্ভব হয় না।

এতদিন যাবৎ বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও কখনো কখনো সমন্বয়ের অভাবে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ এবং ডকুমেন্টেশন বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের বিভাগের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কাজগুলো আরো ভালোভাবে করা সম্ভব হবে বলে মনে করি।

ডিজিএম পদমর্যাদার কর্মকর্তাসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এফএসএসএসপিডি'কে ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি যে, ভবিষ্যতে ব্যাংকের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের যথাযথ মনোভাব গড়ে তোলা এবং এ পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করার লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, মতবিনিময় সভা ইত্যাদি আয়োজন করার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট কাজ করবে। সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সাথে না নিয়ে যেমন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সম্ভব হয়না তেমনি প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্রিয় সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না।

আসাদ খান
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশন

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সাল থেকে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৫-২০১৯ এর কর্মপরিকল্পনা তথা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রকাশ করা হয়েছে। বরাবরের মতো এবারের কর্মপরিকল্পনায়ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে সুপারভিশন ও রেগুলেশন, সামাজিক দায়বদ্ধতা তথা সিএসআর, কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতি, মুদ্রানীতি প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে। আর এসব ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক নজরদারি ও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার ফলে আজ বাংলাদেশ ব্যাংক বিশ্বের বুকে একটি সফল কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিশ্বের নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। আর এ সব কিছুর জন্য একজনকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়। তিনি হচ্ছেন আমাদের মানবিক গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এই পাঁচ বছর মেয়াদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান দেশের সরকারি, বেসরকারি ও বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনাতেও ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। তাই বাংলাদেশ লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে বলতে চাই বাংলাদেশ ব্যাংকের এই স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানও দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখবে।

প্রদীপ কুমার দত্ত
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও
সোনালী ব্যাংক লিঃ

দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ঘোষণা করেছে জেনে আমি আনন্দিত। আশা করি, এ কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজেদের কর্মপরিকল্পনা আরো ঢেলে সাজাতে পারবে।

আমার বিশ্বাস, ২০১৫ সালে যে পলিসিগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে, ২০১৯ সালে অর্থাৎ এ প্ল্যানের সময়সীমা যখন শেষ হবে, তখন আমরা এর শতভাগ সুফল পাব। দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অ্যাপেক্স প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথমবার ২০১০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক এমন কৌশলগত পরিকল্পনার সূচনা করে। আমার জানামতে, পাঁচ বছর আগে নেয়া পরিকল্পনাগুলোর বেশিরভাগই বাস্তবায়িত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ ব্যাংকের উজ্জ্বল ভাবমূর্তিই প্রমাণ করে একটি প্রতিষ্ঠানকে সুচারুরূপে পরিচালনা করতে এমন প্ল্যানের বিকল্প নেই।

বর্তমান গভর্নরের সঠিক দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ ব্যাংক যেমনি তার সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বজায় রেখে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের আসন ধরে রেখেছে, ঠিক তেমনি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০১৫-২০১৯ এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

নতুন টাকা সংগ্রহে প্রযুক্তির ছোঁয়া

ঈদ এলেই বেড়ে যায় নতুন টাকার কদর। কড়কড়ে নোট দিয়ে ঈদের সালামি দেয়া আর প্রাপ্তিতে ঈদ আনন্দ হয়ে ওঠে আরো উপভোগ্য। তাইতো-আনন্দের এসময়ে সবাইকে হাসিমুখ উপহার দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি বছরই নতুন টাকা বাজারে ছাড়ে। মতিঝিল অফিসসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যেকটি শাখা অফিসে আলাদা কাউন্টারের ব্যবস্থা করে গ্রাহকদের নতুন নোট প্রদান করা হয়। তবে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও সংঘবদ্ধ চক্রের কারণে জনসাধারণকে টাকা সংগ্রহে প্রতিবারই এক প্রকার যুদ্ধে নামতে হয়। এসব কারণে টাকা প্রদানে হিমশিম খেতে হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদেরও।

তবে নিয়মিত ঘটনার এমন গল্পটা এবছর একেবারেই ভিন্ন। কেননা, এবার ঈদ-উল-আযহাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংক ও জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে ২৫ হাজার কোটি টাকা বাজারে ছাড়লেও নেই কোনো ঝক্কি-ঝামেলা। বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশনের মাধ্যমে আঙ্গুলের ছাপ এবং ওয়েবক্যামের সাহায্যে ছবি তুলে রাখার কারণে সহজেই নতুন টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন সবাই।

এবারের প্রক্রিয়াটি এতটাই গ্রাহকবান্ধব যে, ছোট লাইন ধরে টাকা বিনিময় করতে আসা প্রত্যেকেই নির্ধারিত বুথে দিচ্ছেন হাতের আঙ্গুলের ছাপ, এরপরই পাচ্ছেন টোকেন। যেখানে গ্রাহকদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে, সেখানেও দেখা যায় ব্যতিক্রমী চিত্র। ফ্লোরজুড়েই বসানো হয়েছে চার শতাধিক চেয়ার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনে রাখা মনিটরে ভেসে উঠছে টোকেন নাম্বার। সেখানে নির্দেশ দেয়া কাউন্টারে টোকেন জমা দিয়েই মিলছে নতুন নোট।

ড. আতিউর রহমান এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কাউন্টার পরিদর্শন করছেন

প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের নতুন টাকা প্রাপ্তি ঝামেলাবিহীন হওয়ায়, কাউন্টার পরিদর্শনে এসে সন্তোষ প্রকাশ করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা বলেন, আমরা এবার নতুন টাকা দেয়ার পদ্ধতিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছি। মতিঝিল অফিসে তিনটি কাউন্টারের মাধ্যমে টাকা দেয়া হচ্ছে। প্রত্যেকেই যেন নতুন টাকা সংগ্রহ করতে পারেন, সে সুব্যবস্থা করতে আমরা বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। প্রত্যেক গ্রাহককে টাকা তোলার আগে আঙ্গুলের ছাপ দিতে হয়। একইসাথে তাদের ছবিও তুলে রাখা হচ্ছে। যার কারণে, একজন দ্বিতীয়বার টাকা তুলতে পারছেন না। এতে দালাল ও সংঘবদ্ধ সদস্যদের জটলা পাকিয়ে সমস্যা সৃষ্টির সুযোগ ও ব্যবসা দুটোই বন্ধ হয়েছে। এ পদ্ধতিতে গ্রাহকদের সময় ও শ্রম বেঁচে যাওয়ায় তারাও বেশ খুশি।

উল্লেখ্য, এবার নতুন টাকা প্রদান করা হয় ১৭ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত। এ পাঁচদিনে প্রত্যেকে ২০ টাকা, ১০ টাকা, পাঁচ টাকা ও দুই টাকার একটি করে বান্ডিলে মোট ৩৭০০ টাকার নতুন নোট সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

আর্থিক সেবাভুক্তিকরণঃ কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখ্য দায়িত্ব হলো মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এবং সর্বোপরি আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থে উৎপাদনশীল সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা। কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে দেশকে এগিয়ে নেয়ার পথে গণমানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক তার প্রথাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনে নানামুখী উদ্যোগগুলোতে সমর্থন যুগিয়ে চলেছে। এ ক্ষেত্রে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসা তথা আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ কর্মসূচির ওপর বিশেষ নজর দেয়ার পাশাপাশি কৃষি ও পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়নের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সমাজের পিছিয়ে পড়া অবহেলিত এই জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে একটি নতুন ধারণা প্রবর্তন করেছে। এ নতুন ধারণাটি দিন দিন প্রশংসিত হচ্ছে এবং আর্থিক সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো নিজেই উদ্যোগী হয়েছে। যারা আগে ব্যাংক থেকে ঋণ পেতেন না, যেমন- বর্গাচাষি, নারী উদ্যোক্তা, প্রান্তিক কৃষক তাদের হাতে এখন ঋণ যাচ্ছে; গণমানুষের মধ্যে ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম প্রসারিত হচ্ছে।

এ সকল কার্যক্রমের কারণে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সূচকে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি তথ্যভাণ্ডার বা 'গ্লোবাল ফিনডেক্স' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়।

আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ আর্থিক পণ্য ও সেবাসমূহ পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ উপায়ে এবং স্বল্প খরচে আর্থিক সুবিধাসমূহ ডেলিভারি দেয়াই হলো আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ। আর্থিক সেবাভুক্তিকরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে আর্থিক সেবা প্রদান করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি। দেশের অধিকাংশ মানুষই কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। তাই কৃষি ও পল্লি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব। স্থানীয় চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কৃষির ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি এখনও ভরণপোষন পর্যায়ে রয়েছে। বেশিরভাগ কৃষকেরই কৃষিতে বিনিয়োগের পর্যাপ্ত সামর্থ্য নেই। সেই বিবেচনায় প্রকৃত কৃষকদের কাছে সময়মতো প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ সরবরাহ করা খুবই জরুরি। এ জন্য প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষিসহ প্রকৃত কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি বছরের শুরুতে কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচি ঘোষণা করে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করে আসছে। অতীতে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ করত। বর্তমানে সকল তফসিলি ব্যাংক (বেসরকারি ও বিদেশি) কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ করছে।

এমএফআইসমূহের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ব্যাংক-এমএফআই পার্টনারশিপের মাধ্যমেও কৃষি ও পল্লি খাতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। কৃষি খাতে ব্যাপক ঋণ সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি ঋণ সরবরাহ প্রক্রিয়াতে গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ খাতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক শাখা খোলা, ব্যাপকভাবে no-frill (কৃষকের ১০ টাকার হিসাব) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, কৃষি ও এসএমই অর্থায়ন, নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন খাতে অর্থায়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসকল উদ্যোগের সমর্থনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা যেমন-কৃষি, এসএমই এবং পরিবেশবান্ধব খাতে বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, রেয়াতি সুদহারে ঋণ প্রদান, বর্গাচাষিদের জন্য বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, পার্বত্য অঞ্চলে ৫% সুদহারে ঋণ প্রদান ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করে আসছে।

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা

সরকারের দরিদ্রবান্ধব কৃষি নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালার উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ ঃ

- কৃষি ঋণের প্রধান তিনটি খাতে (যথা-শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।
- অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমনঃ চর, হাওর,

উপকূলীয় এলাকা ইত্যাদি) কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- প্রকৃত ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষিদের সহজ পদ্ধতিতে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে কৃষি ঋণ দিতে হবে।
- ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষে সরকার প্রদত্ত সুদ ক্ষতির বিপরীতে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদে ঋণ প্রদান করতে হবে।
- আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বা আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
- কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
- উচ্চমূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে ।
- চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থায় চুক্তিবদ্ধ কৃষক/উদ্যোক্তা পর্যায়ে কৃষি ঋণ দেয়া যাবে।
- প্রতিবন্ধীদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ

কৃষকদের ব্যাংক হিসাব (দশ টাকার অ্যাকাউন্ট)

দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত কার্যক্রমগুলোর অন্যতম হচ্ছে তাঁদের জন্যে নো-ফ্রিল (No-frill) অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা। এ ধরনের সৃজনশীল হিসাব খোলার ব্যবস্থা আগে ছিল না। কৃষকদের জন্যে সরকারের দেওয়া বিভিন্ন ভর্তুকি সুবিধা ছাড়াও ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ যাতে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা যায় সে লক্ষ্যে দশ টাকা জমা রেখে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোতে কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা দিয়েছে।

আর্থিক সেবাভুক্তিমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় একজন কৃষক মাত্র ১০ টাকা জমা করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহে জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদর্শনপূর্বক হিসাব খুলতে পারবে।

১০ টাকায় খোলা উক্ত হিসাবের মাধ্যমে কৃষকের অনুকূলে ভর্তুকি জমা ছাড়াও ঋণ প্রদান, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, রেমিট্যান্স জমা ইত্যাদি ব্যাংকিং কার্যক্রম নিরাপদভাবে এবং দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা যাবে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে বৈদেশিক রেমিট্যান্স আদান/প্রদানের জন্য কৃষকদের ক্রমাগত উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

১০ টাকায় খোলা হিসাবসমূহের লেনদেন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব হিসাবের ওপর সুদহার সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে ১-২ শতাংশ বেশি হারে দেয়া এবং এ ধরনের হিসাবে রক্ষিত সঞ্চয়ের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা দেয়ার বিষয়টি ব্যাংক শাখাগুলোকে বিবেচনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত হিসাবধারী কৃষকদের অনুকূলে ঋণ বিতরণের জন্যে ২০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১০ টাকায় খোলা কৃষকদের অ্যাকাউন্টের পরিমাণ প্রায় এক কোটি।

অতি দরিদ্রদের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

অতি দরিদ্রদের সঞ্চয় মনোভাবকে উৎসাহিত করা এবং তাদের আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় আনার জন্য ১০/৫০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সকল তফসিলি ব্যাংককে পরামর্শ প্রদান করেছে। মার্চ, ২০১৫ মাসের হিসাব অনুযায়ী অতি দরিদ্রদের জন্য সর্বমোট ৩১৩১০৪ টি হিসাব খোলা হয়।

বর্গাচাষিদের জন্য কম সুদে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ বর্গাচাষি। দরিদ্র এ জনগোষ্ঠীর অনেকেরই নিজস্ব কোনো চাষযোগ্য জমি নেই। ২০০5 সালে পরিচালিত কৃষি নমুনা জরিপের তথ্য থেকে দেখা যায়, দেশের এক কোটি ৫০ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে ৭০ লক্ষ বর্গাচাষি। তারা মোট চাষকৃত জমির ৫৫ শতাংশ চাষ করেন (তথ্য সূত্র: কৃষিশুমারি-২০০৮) দেশের প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় জামানত ছাড়া ঋণ দেওয়া হয়না। তাছাড়া প্রত্যন্ত জনপদে ব্যাংকগুলোর শাখা না থাকায় কৃষকদের এ বিরাট অংশ বর্গাচাষিরা দীর্ঘকাল ধরেই ব্যাংক ঋণের অধিকার থেকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত।

ব্যাংকে তাদের কোনো সঞ্চয়ী হিসাবও নেই। অপরদিকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো (এমএফআই) কর্তৃক নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ায় বর্গাচাষিরা ক্ষুদ্রঋণ থেকেও বঞ্চিত। ফসল চাষের মৌসুমে পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে চাষাবাদে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করতেও তারা ব্যর্থ হন। সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস যেমন গ্রাম্য সুদখোর, মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হন। এ সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে গৃহীত ঋণ সময়মতো পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে সর্বশেষ সম্বল হালের বলদ, বসতভিটা পর্যন্ত হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। অথচ বর্গাচাষিদের দোরগোড়ায় সময়মতো সহজে ও স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ পৌঁছানো সম্ভব হলে একদিকে তারা যেমন উপকৃত হবেন, অন্যদিকে কৃষি খাতে সময়মতো অর্থের সরবরাহ পৌঁছানোর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব হবে। সর্বোপরি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় আনা যাবে।

দেশের ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ব্যাংক ঋণ সুবিধাবঞ্চিত বর্গাচাষিদের দোরগোড়ায় স্বল্প সুদে, সহজশর্তে ও বিনা জামানতে কৃষি ঋণ পৌঁছে দিতে ব্যাংকের উদ্যোগে গত ২০০৯ সালে বর্গাচাষিদের জন্যে প্রথমবারের মতো ৫০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্যে দেশের বৃহত্তম বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাককে দায়িত্ব দেয়া হয়। বর্তমান এ তহবিল বৃদ্ধি করে ৬০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

বর্গাচাষিদের ঋণের আওতায় আনতে হবে

পার্বত্য অঞ্চলেও রয়েছে ফসল ও মসলা চাষের বিপুল সম্ভাবনা

কর্মসূচির শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ব্র্যাকের মাধ্যমে দেশের ৪৮টি জেলার ২৫০টি উপজেলায় ব্যাংক ঋণের আওতার বাইরে থাকা ১০.০৫ লক্ষ বর্গাচাষিকে শস্য ও ফসল ঋণ বাবদ প্রায় ১৮২২.৬৫ কোটি টাকা কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

4% রেয়াতি সুদে ঋণ প্রদান

দেশে ডাল (মুগ, মসুর, খেসারি, ছোলা, মটর, মাষকলাই ও অড়হর), তৈলবীজ (সরিষা, তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী ও সয়াবিন), মসলা জাতীয় ফসল (পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, হলুদ ও জিরা) এবং ভুট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বলে আমদানিনির্ভর এসব পণ্য আমদানি বাবদ প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। অথচ সারাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলসহ বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে এসব ফসল চাষের বিপুল সম্ভাবনা।

এ ধরনের ফসল চাষকে উৎসাহ দিতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত দুই শতাংশ রেয়াতি সুদহারে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা থাকলেও কৃষকগণ এ সুবিধা সম্পর্কে সম্যক অবহিত না থাকায় এ খাতে ইতিপূর্বে তেমন ঋণ বিতরণ করা হতো না। চারটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুইটি বিশেষায়িত ব্যাংক সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় রেয়াতি সুদহারে ঋণ বিতরণ করে আসলেও তাদের ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল একেবারেই নগণ্য। সঙ্গতকারণে, এসব আমদানিনির্ভর ফসল চাষে রেয়াতি সুদহারে ঋণ বিতরণ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিগত ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪% রেয়াতি সুদহারে ঋণ বিতরণের জন্য সকল তফসিলি ব্যাংককে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এই খাতে ঋণ প্রদানের ফলে এই সব পণ্যের জন্য আমদানি নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে কমে আসছে। এ খাতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট ৭৮.৫২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

নারীদের জন্য বিশেষ ঋণ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলস্রোতে নারীদের সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য। তাই কৃষি ও কৃষি বিষয়ক আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করে তাদের মানব সম্পদে

আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করতে হবে

রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র নারীরা যাতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন সে জন্যে তাদের শস্য ও ফসল উৎপাদন, ছোট আকারের কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা যেমন বাগান করা, নার্সারি, শস্য উত্তোলন পরবর্তী কর্মকাণ্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মৌমাছি পালন ও মধু চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ উন্নয়ন খাতে নারীদের কৃষি ঋণ প্রদান করার জন্যে কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালায় ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গত অর্থবছরে (২০১৪-১৫) ব্যাংকগুলো দুই লক্ষ ৬৫ হাজার নারীকে প্রায় ৯০০.৯২ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে রেয়াতি সুদহারে ঋণ বিতরণ

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, প্রকৃতির লীলাভূমি পার্বত্য অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূমির ব্যবহার, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে ৫% রেয়াতি সুদে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকার প্রায় ১৮৩৪০ উপজাতি কৃষকের মধ্যে মাত্র ৫% হার সুদে ৪৫.৭৮ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

দেশের বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান, পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ গুঁড়াদুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ার্থে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন অতীব জরুরি। এ লক্ষ্যে বকনা বাছুর ক্রয়, লালন-পালন এবং কৃত্রিম প্রজনন খাতে অধিকতর ঋণ প্রবাহের জন্য বিদ্যমান ঋণ সুবিধার পাশাপাশি ২০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় মাত্র ৫% সুদে কৃষক ও উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণ করা হবে। সরকার কর্তৃক ৫% সুদ ভর্তুকি প্রদান করা হবে।

ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণ অর্থায়ন

ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণ কার্যক্রমে অর্থায়নের লক্ষ্যে জাইকার অর্থায়নে ৭৫০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠিত হয়েছে। উক্ত তহবিল হতে শীঘ্রই ঋণ বিতরণ শুরু হবে।

সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস প্রভৃতির জন্য বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশে প্রায় ৭০% লোক বিদ্যুৎ সুবিধা আওতার বাইরে এবং ৯০% লোক প্রাকৃতিক গ্যাস নেটওয়ার্কের বাইরে। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নবায়নযোগ্য শক্তি বিশেষ করে সৌরশক্তি এবং বায়ো-গ্যাস একটি দীর্ঘস্থায়ী ও পরিবেশবান্ধব সমাধান দিতে পারে। এসব ব্যবহারে উৎসাহ দিতে সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট খাতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে গঠিত ২০০ কোটি টাকার আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম হতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

আর্থিক সেবাভুক্তির জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর বিশ্বরেকর্ডে ভূষিত

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুষ্ঠান করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ২০১২ সালে হংকংভিত্তিক World Record Association কর্তৃক World Record পুরস্কারে ভূষিত হন। পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য গভর্নরকে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন দোহা-১২ এ Green Governor হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এছাড়াও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক AFI Policy Award-2014 অর্জন করে। Financial Times Group এর ম্যাগাজিন, The Banker কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর The Central Bank Governor, Asia-Pacific for-2015 হন।

উপসংহার

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন দরিদ্রবান্ধব ও টেকসই সাম্য-সহায়ক হয় অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির সুফল যেন সমাজের অবহেলিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারে সে লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরো মানবিক, অংশগ্রহণমূলক এবং জনহিতৈষী বৈশিষ্ট্যে রূপান্তর করার এক নতুন ব্র্যান্ডিং কৌশল হাতে নেয়া হয়েছে। হতদরিদ্র, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র কৃষক, বর্গাচাষি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দরিদ্র নারীসহ আর্থিক সেবাবঞ্চিত সকল শ্রেণির কাছে আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন বিশেষ করে, কৃষি খাতের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন, এসএমই খাতের অগ্রগতি এবং সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে ঋণ প্রবাহ বাড়ানোর সুফল এরই মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। চার বছরে গৃহীত আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এ সমস্ত উদ্যোগের ফলে উৎপাদন বাড়ায় তা ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটিয়ে পণ্যমূল্যকে স্থিতিশীল রাখতে অবদান রাখছে। এই চার বছরে ব্যবসা ও উদ্যোক্তাবান্ধব ভরসার যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাতে আগামী দিনগুলোতে দেশের অর্থনীতি আরো অংশগ্রহণমূলক, টেকসই ও গণমুখী হবে বলে আশা করা যায়।

■ *লেখক: জিএম, কৃষি ঋণ বিভাগ, প্র.কা.*

নিষিদ্ধ নগরীর অপরূপ সৌন্দর্য

মোহাম্মদ ইউনুস

কম্বোডিয়ার নমপেনে 'প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। গত ৬ থেকে ১০ জুন অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ শেষে চিন ভ্রমণের সুযোগ হয় আমার। চিনে পৌঁছে আমাদের প্রথম গন্তব্য হলো নিষিদ্ধ নগরী দেখা। একটি বিলাসবহুল বাসে চড়ে বেইজিং শহরের ছিমছাম রাস্তা ও সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহ দেখে অভিভূত হলাম। সঙ্গে চিনা গাইড যার ইংলিশ ডাক নাম ইয়ো ইয়ো। গাইড আমাদের কোথায় কোথায় নিয়ে যাবে তার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিল। প্রথমেই আমাদেরকে চিনের বিখ্যাত তিয়েনমেন স্কয়ার ও নিষিদ্ধ নগরী দেখাবে বলে গাইড ঘোষণা দেন। বেইজিং শহরটা অনেকটা আয়তাকার। মাঝে তিয়েনমেন গেট। সেই তিয়েনমেন গেট ধরেই প্রবেশ করতে হয় চিনের বিখ্যাত প্রাচীন স্থাপনা নিষিদ্ধ নগরীতে। চিনের বিভিন্ন সময়ের রাজবংশের সম্রাটগণ এখান থেকে রাজ্য পরিচালনা করতেন। এ সকল রাজবংশের মধ্যে অন্যতম হলো মিং রাজবংশ (১৩৬৮-১৬৪৪) ও কুইং রাজবংশ (১৬৪৪-১৯১১)। আমাদের বাসটা তিয়েনমেন স্কয়ার থেকে খানিকটা দূরে থামল। বাস থেকে নেমে আমরা আন্ডার পাস দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। চারদিকে হাজার হাজার পর্যটক দলবেঁধে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ যাতে পর্যটকদের ভিড়ের মধ্যে দলছুট হয়ে হারিয়ে যেতে না পারে সেজন্য দলনেতা পতাকা ও রঙিন ছাতাসহ বিশেষ প্রতীক ব্যবহার করে নিজ দলের অবস্থান জানান দিচ্ছে। মাঠে প্রবেশের আগে আমাদের লাইন ধরে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তা চেক করা হলো। এরপর চিনের বিখ্যাত মাঠ তিয়েনমেন স্কয়ারে পৌছালাম। তিয়েনমেন স্কয়ারের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। জননেতা মাও সেতুং সমাজতান্ত্রিক চিনের ঘোষণা দেন এখান থেকে। ১৯৮৯ সালে সমাজতান্ত্রিক চিন সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় এই তিয়েনমেন চত্বর থেকে। পরবর্তীকালে চিন সরকার কঠোর হাতে ছাত্র আন্দোলন দমন করে। তখন থেকে তিয়েনমেন স্কয়ারের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পরে। বিশাল তিয়েনমেন স্কয়ার লম্বায় ৮৮০ মিটার এবং প্রস্থে ৫৫০ মিটার যাতে একসঙ্গে দশ লক্ষ লোক অবস্থান করতে পারে। মাঠটি এতটাই বিশাল যে গোটা দশ/বারো ফুটবল মাঠ ধরে যাবে। এখানে মাও সেতুং এর বিশাল একটি ছবি টানানো আছে। মাঠের মাঝখানে উঁচু সুদৃশ্য একটি স্তম্ভ। মাঠের এক অংশ জুড়ে রয়েছে রঙিন গুচ্ছ ফুলের বাগান যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মাও এর ছবি যে ফটকে টানানো আছে সেটাকে বলে স্বর্গের দরজা। ছবির একপাশে চিনা ভাষায় লেখা গণপ্রজাতন্ত্রী চিন দীর্ঘজীবী হোক। আর অপরপাশে লেখা দীর্ঘজীবী হোক পৃথিবীর মানুষের একতা। তিয়েনমেন স্কয়ারের সীমানা ঘেঁষেই নিষিদ্ধ নগরীর অবস্থান। নিষিদ্ধ নগরীর দর্শনার্থী মূল্য ৬০ ইউয়ান। চিনা রাজবংশের আধিপত্যের সময়কালে এখানে সর্বসাধারণের জন্য প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে চিন রাজসাম্রাজ্যের অবসানের পর এটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় প্যালেস জাদুঘর। এটি চিনের সর্ববৃহৎ প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শনসমূহের অন্যতম। ১৯৮৭ সালে নিষিদ্ধ নগরীকে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একটি বর্গক্ষেত্রের মতো ৭৪ হেক্টর এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রাসাদগুলো। জানা গেল চিন সম্রাটগণ বিশ্বাস করতেন যে, সৃষ্টিকর্তার আবাসস্থলে দশ হাজার কক্ষ রয়েছে। তাই সৃষ্টিকর্তার পরেই সম্রাটের স্থান।

নিষিদ্ধ নগরীর শৈল্পিক স্থাপত্য

নিষিদ্ধ নগরীর কক্ষ সংখ্যা নয় হাজার নয়শত নিরানব্বইটি। এলাকাটা এতটাই বিশাল যে, হেঁটে ঘুরে ঘুরে দেখতে হলে কয়েক ঘণ্টা অন্তর অন্তর বিশ্রাম নিতে হয়। একটা স্থাপনা দেখা শেষ করে সীমানা পার হলে আবির্ভাব হয় অন্য স্থাপনার। মনে হলো যেন এর কোনো শেষ নেই। স্থাপত্যের অসাধারণ সব ডিজাইন সত্যি মুগ্ধ হবার মতো। এক একটি পাথরের গায়ে নিঁখুত কাজ। প্রতিটি দেয়াল ডিজাইনে চোখে পড়বে চিনের জাতীয় প্রতীক ড্রাগনের উপস্থিতি। নগরীর কেন্দ্রবিন্দুতে তিনটি বিশাল ভবন রয়েছে যার নাম 'হল অব সুপ্রিম হারমনি, হল অব কমপ্লিট হারমনি ও হল অব প্রিজার্ভিং হারমনি'। এখানে থেকে সম্রাটগণ রাজ্য পরিচালনা করতেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন। তিন স্তরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় এখানে। সাদা পাথরের মেঝে, ছাউনিগুলো লাল ইট, টাইলসের তৈরি যার উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট। খুবই পরিকল্পনামাফিক তৈরি করা হয়েছে প্রতিটি স্থাপনা। প্রাচীন চিন যে স্থাপত্যশিল্পে কতটা সমৃদ্ধ ছিল তার অনেকখানি উদাহরণ এখান থেকে পাওয়া যায়। রাজার কর্মশালা, কর্মচারীর কক্ষ, রানিদের কক্ষ, শিক্ষা কক্ষ, চিকিৎসা কক্ষ সব ধরনের কক্ষের সমাহার এই নগরীর ভিতরে। আরো আছে দুর্লভ গাছপালা সমৃদ্ধ বাগান ও কৃত্রিম পাহাড়। দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে ছোট ছোট পাথরের চেয়ার বসানো রয়েছে বিভিন্ন স্থানে। দুঃখের বিষয়টি হলো নিষিদ্ধ নগরীর পুরো এলাকার ৪০ শতাংশ মাত্র দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। বাকি স্থানগুলো এখনো রহস্য ঘেরা সাধারণ মানুষের কাছে। প্রাচীন চিনের মানুষ স্থাপত্যের দিক থেকে কতটা সমৃদ্ধ ছিল তা এ নগরী থেকে বুঝা যায়। প্রতিটি দেয়ালের নিঁখুত খোদাই করা শিল্পের সৌন্দর্য নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পুরো এলাকা পায়ে হেঁটে শেষ করা সম্ভব হয়নি চারঘণ্টায়ও। অনেকটা অসম্পূর্ণ রেখে আর একবার ফিরে আসার মনোবাসনা নিয়েই শেষ করতে হলো চিনের অপূর্ব সৌন্দর্যের নিদর্শন "দি ফরবিডেন সিটি"।

■ *লেখক: ডিজিএম, ইএমডি-২, প্র.কা.*

আটিয়া জামে মসজিদ

মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

১০ টাকার নোটে আটিয়া জামে মসজিদ

১৯৭৮ ও ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর নুরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত দশ টাকা নোটের একপাশে একটি মসজিদের ছবি আছে। হ্যাঁ, আমি টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার আটিয়া গ্রামের আটিয়া জামে মসজিদের কথা বলছি। টাকার গায়ে আতিয়া মসজিদ লেখা থাকার কারণে সবাই এটিকে আতিয়া মসজিদ নামেই চেনে। ছোটবেলা থেকেই আমার একটা ব্যতিক্রমী ইচ্ছে রয়েছে। ইচ্ছেটা হলো, টাকায় ছাপানো বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থানের ছবির সেই জায়গাগুলোতে ভ্রমণ করব। এ শখ মেটাতেই একবার টাঙ্গাইলের আটিয়া মসজিদ দেখতে যাওয়া। এক বন্ধুর আমন্ত্রণে আটিয়া মসজিদ ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে যাই। পরিকল্পনামতো প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক এ মসজিদ দেখার জন্য গত ২২ আগস্ট ২০১৫ সকালে মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে টাঙ্গাইলের দিকে রওয়ানা হই। তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমরা টাঙ্গাইলে পৌঁছে যাই। টাঙ্গাইল জেলা শহরের শুরুতেই পুরাতন বাসস্ট্যান্ড। পুরাতন বাসস্ট্যান্ড থেকে ব্যাটারিচালিত অটোতে করে বেবিস্ট্যান্ডে যাই। সেখান থেকে রিজার্ভ সিএনজি নিয়ে আমরা রওয়ানা হই আটিয়া মসজিদের উদ্দেশে।

টাঙ্গাইল শহর থেকে দক্ষিণে আঁকাবাঁকা রাস্তায় ছয় কিলোমিটার যেতে হবে ঐতিহাসিক আটিয়া জামে মসজিদ দেখার জন্য। রাস্তার দু'ধারে সবুজের সমারোহ, কোনো জমিতে পাট তোলা হয়েছে, কোনোটিতে পাট তুলে জাঁক দেয়া হয়েছে, আবার কোনোটিতে সবেমাত্র নতুন ধানের চারা লাগানো হয়েছে। রাস্তার দু'ধারে নতুন পাট শুকানো হচ্ছে। এ যেন সেই সোনালি আঁশের বাংলাদেশ, যার আভাস মিলেছে টাঙ্গাইলের মনোরম প্রকৃতিতে, পথে-প্রান্তরে। রাস্তার পাশে প্রায় শতবর্ষী পুরোনো বট ও আমগাছের সুনিবিড় ছায়াকে সঙ্গী করে মিষ্টি হিমেল হাওয়ায় গা ভাসিয়ে এগিয়ে চলি গন্তব্যে। চারপাশের সবুজ শ্যামল মোহময় বাংলার রূপ মনে করিয়ে দেয়- আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন, শ্যামল কোমল পরশ ছড়া যে.. নেই কিছু প্রয়োজন। সত্যিই চারপাশের শ্যামল প্রকৃতি যেন আমাদের সব ক্লান্তি দূর করে ভ্রমণের আনন্দ বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। বেবিস্ট্যান্ড থেকে ২৫ মিনিটের পথ পেরিয়ে আমরা এবার আটিয়া মসজিদের উঠানে পৌঁছে যাই।

আমরা যখন পৌঁছাই তখন প্রায় দুপুর। মসজিদের পশ্চিমদিকে বিশাল পুকুর। সে পুকুরের পানিতে মসজিদের লাল-খয়েরি রং প্রতিফলিত হয়ে অসাধারণ দৃশ্য তৈরি করেছে। মূল রাস্তা থেকে উত্তর দিকে মসজিদের একমাত্র প্রবেশপথটি চলে গিয়েছে। প্রবেশদ্বারের বাম পাশে বাংলাদেশ সরকারের জাদুঘর ও প্রত্নতাত্তিক বিভাগের একটি সাইনবোর্ডের মাধ্যমে জানা যায় মসজিদটি বর্তমানে আমাদের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ। ডান পাশে মার্বেল পাথরে খোদাই করে লেখা আছে মসজিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সতেরো শতকের শুরুর দিকে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর আটিয়ার মুসলিম জমিদার বায়েজিদ খান পান্নির ছেলে জমিদার সায়ীদ খান পান্নিকে আটিয়া পরগনা উপহার হিসেবে প্রদান করেন। ১৬০৯ সালে দেলদুয়ারের জমিদার সায়ীদ খান পান্নি লৌহজং নদীর কাছে আটিয়া জামে মসজিদটি নির্মাণ করেন। জনশ্রুতি আছে শাহ বাবা কাশ্মিরীর সম্মানে সায়ীদ খান পান্নি এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। শাহ বাবা কাশ্মিরীর আসল নাম হযরত শাহেন

শাহ। তিনি ৯১৩ সালে কাশ্মির থেকে ৩৯জন অনুসারীসহ আটিয়া আসেন। মসজিদের পশ্চিম উত্তর দিকে তাঁর মাজার রয়েছে।

মসজিদে আগত মুসল্লিদের অজু ও অন্যান্য সুবিধার জন্য তিনি মসজিদের পশ্চিম দিকে একটি পুকুর এবং পূর্ব-উত্তর কোণে একটি কূপ খনন করেছিলেন। ৪০০ বছরের পুরনো সেই কূপটিতে পানি না থাকলেও কূপটি আজও টিকে আছে।

দৈর্ঘ্যে ১৮.২৯ মিটার (৬০.০০৭ ফিট) ও প্রস্থে ১২.১৯ মিটার (৪০ ফিট প্রায়) ছোট এ মসজিদের প্রতিটি দেয়াল ২.২৩ মিটার (৭.৩২ফিট) পুরু। প্রায় সাড়ে চার ফুট উঁচু দেয়ালঘেরা মসজিদের চার কোণে চারটি সুদৃশ্য পিলার আছে। মসজিদটিতে মোট চারটি গম্বুজ আছে। সামনের পশ্চিম দিকের গম্বুজটি সবচেয়ে বড় এবং পূর্ব দিকের তিনটি গম্বুজ ছোট। যেন সামনের গম্বুজটি ইমাম আর পিছনের তিনটি গম্বুজ মুসল্লির প্রতীকস্বরূপ। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক ছাড়া ঐতিহাসিক এ মসজিদের বাকি দুইদিকের দেয়াল লতাপাতা আর ফুলের নকশা আঁকা পোড়া মাটির সুদৃশ্য টাইলস্ দিয়ে সুসজ্জিত। মসজিদের তিনদিকে মোট সাতটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। মসজিদটি দুই কক্ষবিশিষ্ট। প্রথম কক্ষটি বেশ বড় এবং এ কক্ষেই ইমামের মিম্বার। মিম্বারের চারদিকেও পোড়ামাটির টাইলস্ দিয়ে সুসজ্জিত। প্রথম কক্ষের প্রতিটি দেয়ালে আলাদা দরজার আদলে খোপ কাটা রয়েছে। এগুলো মসজিদের আলাদা সৌন্দর্য তৈরি করে দিয়েছে। দেয়ালে একটু উপরে বাতি জ্বালানোর জন্য আছে বিশেষ ছোট খোপ। বিদ্যুতের যুগে এ বাতি জ্বালানোর খুপরিগুলো এখন কেবলই স্মৃতি। দ্বিতীয় কক্ষটি একটু ছোট, অনেকটা বারান্দার মতো। বর্তমানে মুসল্লিদের সুবিধার জন্য মসজিদের উত্তরপার্শ্বে আধুনিক অজুখানা তৈরি করা হয়েছে।

ইট সুড়কির তৈরি আটিয়া জামে মসজিদটি ১৮০০ ও ১৮৩৭ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দিল্লির ব্যবসায়ী রওশন খাতুন চৌধুরানী মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন। দেলদুয়ারের জমিদার আবু আহমেদ গজনবী খান ও তৎকালীন আরেকজন জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পান্নি ১৯০৯ সালে মসজিদটি পুনরায় সংস্কার করেন। বর্তমানে প্রায় ৪০০ বছরের পুরাতন এই মসজিদটির বিভিন্ন দেয়ালের প্লাস্টার খসে ইট বের হয়ে এসেছে, অযত্নে পোড়ামাটির টাইলস্গুলোতে ক্ষয় হতে চলেছে। তাই এ স্থাপনাটির কিছুটা সংস্কার প্রয়োজন।

আমরা যখন ফিরে আসছিলাম মসজিদে তখন জোহরের আজান হচ্ছিল, অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল আজানের ধ্বনি। যদি কখনও সুযোগ আসে তাহলে মুয়াজ্জিনের আজানের আহ্বানে আবারো ফিরে আসব আটিয়া মসজিদে।

যেভাবে যাওয়া যায় : মহাখালী বাসস্ট্যান্ড হতে টাঙ্গাইলগামী যেকোনো বাসে করে টাঙ্গাইল শহরে পুরাতন বাসস্ট্যান্ড যেতে হবে। ঢাকা থেকে আড়াই থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ। সেখান থেকে ব্যাটারিচালিত অটো বা রিক্সাতে করে বেবিস্ট্যান্ড যেতে হবে। বেবিস্ট্যান্ড থেকে রিজার্ভ সিএনজি নিয়ে ঘুরে আসা যায় দেলদুয়ার আটিয়া মসজিদ। আবার সিএনজিতে করে পাথরাইল বটতলা হয়ে আটিয়া জামে মসজিদ যাওয়া যায়।

থাকা : আটিয়া মসজিদে একদিনে ঘুরে আসা যায়। অবস্থানের জন্য টাঙ্গাইল শহরে ছোট-বড় অনেক হোটেল আছে। এছাড়াও শহর থেকে ত্রিশ মিনিটের দূরত্বে এলেঙ্গা রিসোর্ট ও যমুনা রিসোর্ট আছে, সেখানেও থেকে আসতে পারেন। টাঙ্গাইল গেলে অবশ্যই টাঙ্গাইলের দই আর মিষ্টি খেতে ভুলবেন না।

■ *লেখক: অফিসার, ডিসিপি, প্র.কা.*

যাঁরা অবসরে গেলেন....

রনেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৮/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি :
১৫/৭/২০১৫
বিভাগ : সিএসডি-১

আনোয়ারা বেগম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৭/১০/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি :
৩/৭/২০১৫
বিভাগ : পরিসংখ্যান

মোসাঃ শাহিদা আখতার

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৬/৫/১৯৮৬
অবসর উত্তর ছুটি :
১৯/৬/২০১৫
মতিঝিল অফিস

আইনউদ্দিন আহমেদ

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৭/৭/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি :
১০/৬/২০১৫
বিভাগ : গবেষণা (গ্রন্থাগার)

মোঃ জসীম উদ্দিন

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৬/৪/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি :
৩১/৩/২০১৫
মতিঝিল অফিস

এস, এম, ফজলুর রহমান

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান :
২৪/৪/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/৬/২০১৫
খুলনা অফিস

ইকবাল রেজা

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৪/১১/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি :
২২/৮/২০১৫
এইচআরডি-১

কামরুন নাহার

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২০/১/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
২৯/৬/২০১৫
মতিঝিল অফিস

মাহাবুব আলম

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান :
১/৭/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
১৫/৬/২০১৫
খুলনা অফিস

আবদুল মোতালেব-২

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
২/২/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৯/২০১৫
বিভাগ : ডিসিএম

মানসুরা বেগম

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৫/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/৬/২০১৫
মতিঝিল অফিস

মোঃ দবিরুল ইসলাম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৯/৯/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
৩১/৮/২০১৫
বিভাগ : সিএসডি-১

মোঃ মেলোয়ার হোসেন

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২/৬/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৬/২০১৫
খুলনা অফিস

কে, কে, এম, মোজাহারুল ইসলাম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৪/৮/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
৪/৭/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-৩

জান্নাত আরা বেগম

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২১/৪/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
১০/৮/২০১৫
মতিঝিল অফিস

শোক সংবাদ

মোঃ সাবিরুল ইসলাম খান

(যুগ্মপরিচালক)
জন্ম : ১০/৬/১৯৫৮
ব্যাংকে যোগদান :
১৯/৮/১৯৮৪
মৃত্যু : ২৩/৮/২০১৫

নুরুন নাহার

(উপপরিচালক)
জন্ম : ১৫/৩/১৯৬৬
ব্যাংকে যোগদান :
১৪/২/১৯৯১
মৃত্যু : ২৮/৮/২০১৫

শামসুন নাহার

(মুদ্রা/নোট পরীক্ষক ২য় মান)
জন্ম : ৫/৯/১৯৮১
ব্যাংকে যোগদান :
২১/৬/২০১৫
মৃত্যু : ৫/৮/২০১৫

২০১৫ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

সাদিয়া আফরিন
নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ জহুরা আক্তার খাতুন
পিতা: মোঃ আব্দুস ছাত্তার
(জিএম, প্রেষণে সচিব আইবিবি

এস. এম. মেহরাবুল ইসলাম
বগুড়া জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: কানিজ ফাতেমা ভূঞা
হোসনা পারভেজ
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)
পিতা: এস. এম. খাদেমুল হক

নিশাত আনজুম মুন
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোসাঃ ফরিদা ইয়াসমিন (লাকি)
পিতা: এস, এম, মুজিবর রহমান
(জেডি, প্রকৌশল বিভাগ, প্র.কা.)

মোঃ কামরুল হাসান
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোসাঃ কাউসার পারভীন
পিতা: মোঃ রেজাউল করিম
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

ইলোরা ইয়াসমীন ইলা
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: হোসনে আরা বেগম
পিতা: মোঃ ফজলুল করিম
(জেডি, রংপুর অফিস)

আনিকা মাহ্পারা
বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: হাসনা আলমগীর
পিতা: মোঃ বাদশাহ্ আলমগীর
(ডিএম, বগুড়া অফিস)

২০১৫ সালে এইচএসসিতে জিপিএ-৫

অনন্যা আরমান
ভিকারুননিসা নূন কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রেজিয়া খাতুন
(জেডি, মতিঝিল অফিস)
পিতা: মোঃ আরমান

আসিফ আহমেদ
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আক্তারা বেগম
পিতা: খোরশেদ আহমদ
(জেডি, মতিঝিল অফিস)

যারীন তাসনীম সাফা
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: সৈয়দা শামীম আরা বেগম
পিতা: মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান
(এএম, মতিঝিল অফিস)

বি. এম. ফয়সাল
ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সাহিদা আক্তার
পিতা: মোঃ শামসুল হক-১৫
(জেডি, ডিএমডি. প্র.কা.)

আনিকা নোশীন (মাহী)
ঢাকা সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: ফজিলাতুন নেছা
পিতা: মোঃ আব্দুল মতিন
(ডিডি, আইটিওসিডি, প্র.কা.)

সাদিয়া ইসলাম
ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আসমা ইসলাম
পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম
(ডিজিএম, ডিএফআইএমডি, প্র.কা.)

মালিহা তাসনীম
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাজমুন নাহার
পিতা: মোঃ আব্দুল মমীন
(ডিজিএম, এসিডি, প্র.কা.)

সালমা সাদিয়া (ঝিলিমিলি)
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সাজেদা আক্তার
পিতা: এইচ, এম, মিজানুর রহমান
(ডিডি, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

ফারিহা আফরীন খান
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ)

মাতা: জেসমীন খন্দকার
পিতা: মোঃ আমজাদুর রহমান খান
(ডিডি, প্রেষণে বিনিয়োগ বোর্ড)

কাজী আফরিদা আহসান
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: সামসুন নাহার
(এএম, মতিঝিল অফিস)
পিতা: কাজী আহছান উল্যাহ

রওনক রহমান অলক
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রোকশানা রহমান
পিতা: মোঃ আতাউর রহমান-২
(জেডি, ডিবিআই-৩, প্র.কা.)

নাজিয়া খান
সাভার ক্যান্টনমেন্ট সেন্ট পাবলিক কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ, ২০১৪ সালের)

মাতা : শাহানা রহমান
পিতা: আবুল কাশেম খান
(জেডি, ডিআইডি, প্র.কা.)

ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে ২০০০ ল্যাপটপ দিয়েছে এক্সিম ব্যাংক

বর্তমান সময়ে দৈনন্দিন জীবনের জ্ঞান বিজ্ঞান এবং উচ্চতর শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রই কম্পিউটার নির্ভর। একাডেমিক কারিকুলাম ছাড়াও এখন নিত্যদিনের পড়াশুনা তথ্যপ্রযুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এরকম একটি সময়ে মেধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারার প্রধান কারণই অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। শিক্ষার্থীদের এক একজনের তরুণ চোখে মার্ক জুকারবার্গ হওয়ার স্বপ্ন থাকলেও প্রয়োজনীয় মুহূর্তে প্রযুক্তির জগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় একটি কম্পিউটার বা ল্যাপটপ না থাকা। স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যায়, বাস্তবে রূপ পায় না।

শিক্ষার্থীদের এই বাধা দূর করতে সম্প্রতি অনন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এক্সিম ব্যাংক। তরুণরাই গড়বে দেশ, ডিজিটাল হবে বাংলাদেশ; এই মন্ত্রকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের 'ওয়ান স্টুডেন্ট ওয়ান ল্যাপটপ' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৫০০টি ল্যাপটপ প্রদান করেছে এক্সিম ব্যাংক। ২ মে ২০১৫ ঢাকার বিসিসি মিলনায়তনে এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ২৫০টি ল্যাপটপ বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ, এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার, ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল মান্নান এমপিসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। উন্নত দেশগুলো ইতোমধ্যেই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করলেও উন্নয়নশীল দেশে এখনো সে সুবিধা নিশ্চিত হয়নি। বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতির দেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেশের তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে বাংলাদেশ সরকারের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ' প্রকল্পের আওতায় ছাত্র-ছাত্রীদের সহজ কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে ল্যাপটপ প্রদানের পরিকল্পনা থাকলেও এক্সিম ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে এই ল্যাপটপ প্রদান করছে, আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক যে সিএসআর গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে, তাতে শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিগত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিনামূল্যে ল্যাপটপ তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ প্রযুক্তির উৎকর্ষতার দিকে আরো এগিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন। একই সাথে তিনি সারা দেশের অস্বচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ২০০০টি ল্যাপটপ প্রদানের ঘোষণা দেন, যা পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে।

'ওয়ান স্টুডেন্ট ওয়ান ল্যাপটপ' কর্মসূচির আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ জুন ২০১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে আরো ৫০টি ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।